জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদী (রহ.)-এর
বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর ফাতাওয়া

ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া এর জবাব

প্রথম খন্ড

মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মোত্তালিব
এমএম; এমএফ; এমএ;

জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদুদী (রহ.)-এর
বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর ফাতাওয়া এবং

ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া-এর জবাব

[প্রথম খন্ড]

মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মোত্তালিব

এম.এম, এম.এফ, এম.এ

সম্পাদনায়

হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক

তথ্য কর্মকর্তা ও অনুবাদক

মরক্কো দূতাবাস, ঢাকা।

প্রকাশনায়

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা

www.pathagar.com

প্রকাশক : সৈয়দ গোলাম সারওয়ার
জেলা সেক্রেটারী
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা।

সর্বস্বত্ব : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা।

প্রকাশকাল : ২ সফর, ১৪২৭ হিজরী;
১৯ ফাল্গুন, ১৪১২ বাংলা;
৩ মার্চ, ২০০৬ ঈসায়ী।

মুদ্রণে : একতা প্রিন্টার্স
সূত্রাপুর, ঢাকা।

কম্পোজ : আলফা কম্পিউটার এণ্ড ডিজাইন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

উৎসর্গ-

যুগে যুগে যে সমস্ত মর্দে মুজাহিদ দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করে শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁদের উচ্চ মর্যাদা এবং যাঁরা দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করছেন তাঁদের দীর্ঘ জীবন কামনায় বইটি উৎসর্গ করা হল।

www.pathagar.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে, যিনি সারা জাহানের পালনকর্তা। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম মুক্তির মহানায়ক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর প্রতি।

২০০৩ ইং সালের ৩রা আগস্ট প্রকাশিত হয় জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্ কর্তৃক সংকলিত "ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া" বইটি। ২০০৫ সালের প্রথম দিকে বইটি আমার দৃষ্টিতে পড়ে। বইটির ২০৭ পৃষ্ঠা থেকে ২১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত "মওদুদীবাদ ও জমাতে ইসলামী বাতিল মতবাদ" নামে একটি অধ্যায় লেখা হয়েছে। লেখাটি একেবারেই ভিত্তিহীন ও আপত্তিজনক, যা পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি মহামারির মত ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং ফেৎনা-ফাসাদের সৃষ্টি হতে পারে। তাই এ বিষয়ে সঠিক জবাব মুসলিম মিল্লাতের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে "ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া এর জবাব" নামে বইটি সংকলন করা হল।

সময়ের স্বল্পতার কারণে বইটি সংকলন করতে বিলম্ব হয়েছে। বিলম্বের আর একটি কারণ হল, মুফতী সাহেব তাঁর বিষয়গুলো কিতাবের কোন অধ্যায়, পৃষ্ঠা এবং খন্ড থেকে সংকলন করেছেন তার উল্লেখ করেননি। ফলে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বের করতে হয়েছে। বইটিতে মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্ সাহেবের অভিযোগের জবাবে আমি তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন-এর সংশ্লিষ্ট অংশ, আয়াত নাম্বার, টিকা নাম্বার এবং পৃষ্ঠার নাম্বার উল্লেখ করেছি এবং তাফসীরে আশ্‌রাফী, তাফসীরে মা'য়ারেফুল কোরআন, তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে রুহুল মায়ানী, তাফসীরে মাজেদীর খন্ড, পৃষ্ঠা এবং আয়াত নাম্বার উল্লেখ করেছি। বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাব, উসুল এবং আকাইদের কিতাবের অধ্যায় উল্লেখ করেছি যাতে পাঠকদের যাচাই করতে সহজ হয়।

আশা করি বইটি পড়লে জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট অংশটি যাচাই বাছাই না করে আনুমানিক ও বিভ্রান্তিকর লেখাটি কোন উদ্দেশ্যে লিখেছেন তা সম্মানিত পাঠক বুঝতে পারবেন এবং ভুল

www.pathagar.com

বুঝাবুঝির অবসান ঘটবে ইনশাআল্লাহ্। আর এ জন্যই সহজ বাংলায় বইটি লেখা হয়েছে।

বিভিন্ন তাফসীরের উদ্ধৃতি হিসাবে তাফসীরে যা লেখা আছে তার সংশ্লিষ্ট অংশ উঠানো হয়েছে।

বইটি নির্ভুল ও সুন্দর করার আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোন ভুল ত্রুটি ধরা পড়লে তা জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সংশোধন করে নেব।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ পাকের নিকট এই আরজ, তিনি যেন আমার এই সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর ভুল বুঝাবুঝি দূর করে ইক্বামতে দ্বীনের কাজে মনোনিবেশ করার তৌফিক দেন। আর যাঁরা বইটি লেখার বিষয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তাঁদের মাগফিরাত কামনা করছি।

মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মোত্তালিব
এম.এম, এম.এফ, এম.এ
প্রিন্সিপাল
তালশহর করিমিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

www.pathagar.com

অভিমত ও দোয়া

মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মোত্তালিব, প্রিন্সিপাল, তালশহর করিমিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কর্তৃক সংকলিত **"ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া এর জবাব"** (প্রথম খন্ড) নামক বইটি আমি পড়েছি। বিভিন্ন তাফসীর, হাদিস, ফিকাহ্‌, উসূল, আকাইদ-এর কিতাব হতে বইটিতে বিভিন্ন জটিল সমস্যার সঠিক ও সন্তোষজনক সমাধান দেয়া হয়েছে। আশা করি বইটি পড়ে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ উপকৃত হবেন এবং দীর্ঘ দিনের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটবে। আমি বইয়ের উল্লেখিত বিষয়গুলোর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং এর বহুল প্রচার কামনা করছি। পাশাপাশি মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করছি যে, তিনি যেন লেখকের এই দ্বীনি খেদমত কবুল করেন।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
এম.পি

www.pathagar.com

অভিমত ও দোয়া

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মোত্তালিব সংকলিত "ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া এর জবাব" (প্রথম খন্ড) নামক পান্ডুলিপিটি আমি পাঠ করে অনেক খুশি হয়েছি। মুহতারাম লেখক তুলনামূলক আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তের চেষ্টা করেছেন। এরূপ আলোচনায় সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর অভিমতকে বিকৃত করতে গিয়ে তাঁদের হিতে বিপরীত হচ্ছে। ফলে আওলাদে রাসূল মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ও তাঁর রচিত সাহিত্যকে জানার জন্য চিন্তাশীল মানুষের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সত্য সন্ধানী মানুষ সত্যের তালাশে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। পরিশেষে তারা সঠিক নিশানা খুঁজে পায়। আর ঐ নিশানার পথ ধরে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যায় নির্ভীকচিত্তে। আশা করি বইটি পড়লে ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে মানুষ দৃপ্তপদে পথ চলার সাহস পাবে। আর এক্ষেত্রে ধৈর্য হবে তার প্রধানতম সম্বল। তাই ধৈর্যের সাথে সকল বিপত্তি অতিক্রম আত্মস্থ করা চাই। কবির ভাষায় বলতে হয়,

'মেঘ দেখে তোরা করিসনে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে'।

আমি বইটিতে এমনই পূর্বাভাস পাচ্ছি। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

মুমিনুল হক চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আর্ন্তজাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
ও
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামী একাডেমী, চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

অভিমত ও দোয়া

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, অধ্যক্ষ মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মোত্তালিব সাহেব সংকলিত-"ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া এর জবাব" (প্রথম খন্ড) নামক বইটির পান্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করার সুযোগ পেয়ে বস্তুতই খুশি হলাম। মুহতারাম লেখক অনেক কষ্ট স্বীকার করে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্যায় অভিযোগকারীদের মুখোশ উম্মোচন করে দিয়েছেন। যারা আজ ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছেন এবং মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে জনমত বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছেন তাদের অন্যায় অভিযোগের বাতুলতা ও অপসারতা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। এক শ্রেণীর ধর্মীয় মহল নেহায়েত হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দ্বীন, শায়খুল ইসলাম, আওলাদে রাসুল আল্লামা মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)-এর বিভিন্ন অভিমতকে বিকৃত করে তার কোনটার অপব্যাখ্যা দিয়ে আবার বেশ কিছু অপবাদ তাঁর উপর আরোপ করে তাঁকে পথভ্রষ্ট গোমরাহ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। এতে তাঁদের হিতে বিপরীত হচ্ছে। বরং আওলাদে রাসূল মাওলানা মওদূদী (রহ)-কে জানার জন্য চিন্তাশীল গুণী লোকদের মাঝে আগ্রহ ও উৎসাহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁর রচিত যুগ উপযোগী ইসলামী সাহিত্য ভান্ডার পাঠ করে অনেক সত্য সন্ধানী মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। এটি হচ্ছে তাঁর ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সৎ সংগঠন জামায়াতে ইসলামী এর সুন্দর সঠিক শিরকমুক্ত ও তাওহীদ দীপ্ত বিশুদ্ধ ঈমান আক্বীদার আকর্ষণের সুফল ও নতীজা। কাজেই মুহতারাম লেখক "ফাতাওয়ায়ে জামেয়া ইউনুছিয়া এর জবাব" লিখে একটি সমপোযোগী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, সত্য চিরদিন চাপা থাকে না। একদিন তার প্রকাশ ঘটবেই ইনশাআল্লাহ্। সত্য-মিথ্যা যাচাই বাছাই না করে জামায়াতের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার দরুণ অভিযোগসমূহ মিথ্যা প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ্। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যারা আজ জামায়াতে ইসলামী এর বিরোধিতা করছেন এবং ফাতাওয়ার ভাষায় গালিগালাজ করছেন তাদের আক্বীদা বিশ্বাসের অবস্থা বেশি সুবিধাজনক নয়। তাদের আক্বীদা বিশ্বাসের উপর উলামায়ে আরব তথা মক্কা ও মদীনা শরীফের আলেমগণ অত্যন্ত স্পর্শকাতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। সেদিন বেশি দূরে নয়, যে দিন বাংলাদেশে তাওহীদবাদী মুসলিম জনতা তাদের সম্পর্কেও বিস্তারিতভাবে অবগত হবেন। ধৈর্যই হচ্ছে মুমিনের হাতিয়ার। তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা উচিত।

মাওলানা আবদুল মোত্তালিব সাহেবের জবাব জামায়াতের ব্যাপারে বিভ্রান্তি দূরীকরণে বিশেষ সহায়ক প্রমাণিত হবে বলে আমি মনে করি। আশা করি বইটি পড়ে দেশের মানুষ উপকৃত হবেন এবং দীর্ঘদিনের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটবে। আমি বইয়ের উল্লেখিত বিষয়গুলোর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং এর বহুল প্রচার কামনা করছি। পাশাপাশি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন লেখকের এই দ্বীনি খেদমত কবুল করেন এবং তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন।

মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম
দাওরা হাদীস ও কামিল (ফার্ষ্ট ক্লাশ)
আরবী প্রভাষক
জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা
নরসিংদী।

www.pathagar.com

অভিমত ও দোয়া

'ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া এর জবাব' (প্রথম খণ্ড) নামক সংকলিত বইটি আমি মনোযোগ সহকারে পড়েছি। বইটি পড়ে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। লেখক অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেছেন বইটি পড়লে বুঝতে পারা যায়। বইটি আরো আগেই লেখা দরকার ছিল।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করতে ও তাঁর লিখনীর প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে বইটি যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ব্যক্তিদের শুধুমাত্র তাঁকেই ভয় করা উচিত এবং যা সত্য তাকে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি লেখকের উল্লেখিত সমাধানের সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত পোষণ করছি। মহান আল্লাহ্ তায়ালা লেখককে আরো লেখার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মাওলানা রুহুল ইসলাম
পীর সাহেব, রংপুর
পাকুরিয়া শরীফ।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর পরিচয় সংক্রান্ত অসত্য বক্তব্য ১৩

ক) অভিযোগ ও জবাব ঃ জন্মস্থান সংক্রান্ত, খ) অভিযোগ ও জবাব ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত, গ) জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত, ঘ) জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য সংক্রান্ত, ঙ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা সংক্রান্ত ১৩-১৯

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ১৬

আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সল পুরস্কার প্রাপ্তির সনদ ১৯

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) সম্পর্কে মন্তব্য ২০

ক) অভিযোগ, জবাব ও মন্তব্যঃ নবীগণের নিষ্পাপতা সম্পর্কে ২০

মওলানা মওদূদী (রহঃ) এর অভিমত ২০

মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী (আঃ) এর অভিমত ২০

পবিত্র কুরআনের আলোকে ২১

তাফসীর (রুহুল মা'আনী ও উসমানী) এর আলোকে ২২

আকাইদের আলোকে ২২

উসুলবিদদের মতে ২৩

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) এবং সাইয়্যেদ ২৪

সুলাইমান নদভী (রহঃ) এর অভিমত ২৪

খ) অভিযোগ জবাব ও মন্তব্যঃ নবীগণের দ্বীনের ২৪

চাহিদার উপর স্থির থাকা সংক্রান্ত ২৪

তাফহীমুল কুরআনের বক্তব্য ২৫

মায়ারেফুল কুরআনের বক্তব্য ২৬

তাফসীরে আশ্‌রাফীর বক্তব্য ২৭

তাফসীরে রুহুল মায়ানীর বক্তব্য ২৯

তাফসীরে উসমানীর বক্তব্য ২৯

গ) অভিযোগ জবাব ও মন্তব্যঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রসঙ্গে ৩০

মওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বক্তব্য ৩১

মওলানা আশরাফ আলী থান্‌ভী (রহঃ) এর বক্তব্য ৩২

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) এর বক্তব্য ৩৩

ঘ) অভিযোগ জবাব ও মন্তব্যঃ হযরত আদম (আঃ) প্রসঙ্গে ৩৫

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বক্তব্য ৩৫

তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনের বক্তব্য ৩৭

তাফসীরে মাজেদীর বক্তব্য ৩৭

তাফসীরে আশরাফীর বক্তব্য ৩৮

তাফসীরে তাবারীর বক্তব্য ৩৮

ঙ) অভিযোগ, জবাব ও মন্তব্যঃ হযরত নূহ (আঃ) প্রসঙ্গে ৩৮

তাফহীমুল কুরআন (৫০নং টিকা) ৩৯

তাফসীরে আশরাফী ৪০

তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন ৪০

www.pathagar.com

চ) অভিযোগ, জবাব ও মন্তব্যঃ নবী করীম (সাঃ) প্রসঙ্গে ৪২
ছ) অভিযোগ, জবাব ও মন্তব্যঃ নবী করীম (সাঃ) এর ইসলাম ৪২
প্রতিষ্ঠার সফলতা প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে মন্তব্য ৪৪
১। অভিযোগ, জবাব ও মন্তব্যঃ সত্যের মাপকাঠি প্রসঙ্গে ৪৪
জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য ৪৪
পবিত্র কুরআনের আলোকে (ক-ঘ পর্যন্ত মন্তব্যসহ) ৪৫
হাদিসের আলোকে ৪৬
ওলামায়ে কেরামদের অভিমত ৪৬
১. ইমাম সারাখসী (রহঃ) এর অভিমত ৪৬
২.ইমাম গাযযালী (রহঃ) এর অভিমত ৪৭
৩. ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর অভিমত ৪৮
৪. শাহ ওলিউল্লাহ (রহঃ) এর অভিমত ৪৮
৫. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহঃ) এর অভিমত ৪৯
৬. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) এর অভিমত ৪৯
৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)-এর অভিমত ৪৯
৮. তাবলীগ জামায়াতের চার একিনের মধ্যে সত্যের মাপকাঠির অভিমত ৫০
৯. ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর অভিমত ৫০
১০. হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রহঃ) এর অভিমত ৫০
১১. বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর অভিমত ৫০
১২. সায়্যিদ সুলাইমান নদভী (রহঃ) এর অভিমত ৫০
১৩. প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর অভিমত ৫০
১৪. আনোয়ার শাহ কাশমীরী (রহঃ) এর অভিমত ৫১
১৫. মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর অভিমত ৫১
২. অভিযোগ জবাব ও মন্তব্যঃ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর ৫৩
সমালোচনা সংক্রান্ত (ক-ঙ পর্যন্ত) ৫৩
মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বক্তব্য ৫৪
তানকিদ শব্দের অর্থ ৫৪
হযরত ওমর (রাঃ) এর উপর ইবনে ওমর (রাঃ) এর তানকিদ ৫৫
মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ) এর তানকিদ ৫৬
তানকিদের হুকুম ৫৭
মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর দৃষ্টিতে তানকিদ ৫৭
অভিযোগ জবাব ও মন্তব্যঃ সেহেরী খাওয়া প্রসঙ্গে ৫৮
তাফহীমুল কুরআনের আলোকে ৫৮
হাদিসের আলোকে ৫৮
তাফসীরে আশ্রাফীর আলোকে ৫৯
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনের আলোকে ৫৯
সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজ (১-৩ পর্যন্ত) ৫৯
হানাফীদের দৃষ্টিতে ৬০

www.pathagar.com

মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ) এর অভিমত ৬১
অভিযোগ ও জবাবঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) এর প্রসঙ্গে ৬১
অভিযোগ ও জবাবঃ হযরত ওমর (রাঃ) এর প্রসঙ্গে ৬২
অভিযোগ ও জবাবঃ হযরত ওসমান (রাঃ) এর প্রসঙ্গে ৬৩
অভিযোগ ও জবাবঃ হযরত আলী (রাঃ) এর প্রসঙ্গে ৬৩
অভিযোগ ও জবাবঃ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর প্রসঙ্গে ৬৩
অভিযোগ ও জবাবঃ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) এর প্রসঙ্গে ৬৪
অভিযোগ ও জবাবঃ মনগড়া হাদিস বর্ণনা প্রসঙ্গে ৬৪
অভিযোগ ও জবাবঃ নবী করীম (সাঃ) এর আদত ও আখলাককে সুন্নত বলা প্রসঙ্গে ৬৫
অভিযোগ ও জবাবঃ কুরআনে তাফসীর এর প্রসঙ্গে ৬৬
মনগড়া তাফসীর সংক্রান্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ, জবাব ও মন্তব্য ৬৬
অভিযোগ ১ ঃ সাত আসমান প্রসঙ্গে ৬৬
তাফহীমূল কুরআনের বক্তব্য ৬৬
তাফসীরে আশ্‌রাফীর বক্তব্য ৬৬
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনের বক্তব্য ৬৬
অভিযোগ ২ ঃ হযরত আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাগণ সিজদা করা প্রসঙ্গে ৬৭
তাফহীমুল কুরআনের আলোকে ৬৮
সিজদার ব্যাখ্যা (১-২ পর্যন্ত) ৬৯
অভিযোগ ৩ ঃ তুর পাহাড় বনী ইসরাঈলের মাথার উপর তুলে ধরা প্রসঙ্গে ৬৯
অভিযোগ ৪ ঃ হযরত ঈসা (আঃ) কে আসমানে উঠানো প্রসঙ্গে ৭০
তাফহীমুল কুরআনের আলোকে ৭০
তাফসীরে আশ্‌রাফীর বক্তব্য ৭১
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনের বক্তব্য ৭১
অভিযোগ জবাব ও মন্তব্যঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রিসালাতের দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে ৭২
সুরায়ে নসর এর ৩নং আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ৭২
তাফসীরে আশ্‌রাফী ৭৩
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআন ৭৩
তাফহীমুল কুরআন ৭৩
তাফসীরে আশ্‌রাফী ৭৪
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআন ৭৫
তাফহীমুল কুরআন ৭৬
অভিযোগ ও জবাবঃ দাড়ি রাখা প্রসঙ্গে ৭৭
মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বক্তব্য ৭৮
আল্লামা আইনী (রহঃ) এর বক্তব্য ৭৮
অভিযোগ ও জবাবঃ পোশাক-পরিচ্ছদ, চুল কাটিং ইত্যাদি প্রসঙ্গে ৭৯
ভিত্তিহীদ ফতোয়া ঃ অভিযোগ ও জবাব ৮০

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর পরিচয় সংক্রান্ত অসত্য বক্তব্য

ক) অভিযোগ ঃ জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ২০৭ পৃষ্ঠায় বলেন যে, জনাব মওদূদী ১৯০৯ সালে হায়দারাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।

জবাব ঃ তাঁর বক্তব্য সঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ১৯০৩ সালে আওরংগবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র বংশের ৩৮তম অধস্তন পুরুষ।

খ) অভিযোগ ঃ মুফতী সাহেব লিখেন যে, মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ১৯৪১ সালে স্কুল বোর্ডের অধীনে মেট্রিক পাশ করেন।

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের বক্তব্য সঠিক নহে। জনাব মওদূদী ১৯১৪ সালে মৌলভী পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯১৬ সালে হায়দারাবাদ দারুল উলুমে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হন। ছয় মাস লেখা-পড়ার পর তিনি পিতার অসুস্থতার কারণে তাঁর মাতাকে নিয়ে ভূপাল চলে যান। ১৯২০ সালে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন।

গ) অভিযোগ ঃ মুফতী সাহেব তাঁর কিতাবের ২০৮ পৃষ্ঠায় লেখেন যে, জনাব মওদূদী ১৯৪২ সালে "জমাতে ইসলামী" নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই সংগঠনের আমীর নিযুক্ত হন।

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের বক্তব্য সঠিক নহে। বাস্তবতা হচ্ছে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ) অভিযোগ ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ লেখেন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর মাধ্যমে নিজ ভ্রান্ত মতামত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালে জমাতে ইসলামী নামক সংগঠন গঠিত হয়।

জবাব ঃ মুফতি সাহেবের বক্তব্য সঠিক নহে। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতে ইসলামী নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

www.pathagar.com

ঙ) অভিযোগ ঃ 'কোন বিদ্যা উস্তাদ ছাড়া অর্জিত হয় না'- এ শিরোনামের ২০৯ পৃষ্ঠায় জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ লেখেন যে, মওদূদী কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে জ্ঞান অর্জন করেননি। কোন প্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ উস্তাদ থেকে সবক পড়েননি। যার অন্যান্য জ্ঞান তো দূরে থাক, শুধু আরবী ভাষা সম্পর্কেও তিনি পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল নন এবং স্বীয় রচনায় আরবী তরজমা অন্যদের দ্বারা করাতে বাধ্য। মওদূদী সাহেবের দ্বারা কুরআন হাদীসের ভুল বিকৃত ব্যাখ্যার ইহাই হল মূল কারণ।

জবাব ঃ মুফতী মোবারক উল্লাহ্ সাহেবের বক্তব্যে পরিস্কার হয়ে উঠেছে, মাওলানা মওদূদী (রহ্ঃ) এর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে তাঁর সঠিক ধারণা নেই। সম্মানিত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে নিম্নে সামান্য আলোকপাত করা হল ঃ

নয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে নিজ বাড়ীতেই বিদ্যা চর্চা করেন। এ সময়ে তিনি আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রাথমিক পুস্তকাদি শেষ করেন। অতপর আওরংগবাদের ফওকানিয়া (উচ্চ) মাদ্‌রাসাতে মৌলভী শ্রেণীতে ভর্তি হন। সে সময়ে আল্লামা শিবলী নো'মানী, নওয়াব নিযামুল মুল্‌ক্ বিলগেরামী ও মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহীর পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ইতিহাস, ভূগোল, অংক ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্, মানতেক (তর্কশাস্ত্র) প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি মৌলভী পরীক্ষা দেন। এ মানের মেট্রিকুলেশনকে মৌলভী, ইন্টারমিডিয়েটকে মৌলভী আলেম এবং ডিগ্রী কলেজকে দারুল উলুম বলা হতো। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হায়দারাবাদ দারুল উলুমে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হন। তখন দারুল উলুমের অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা হামিদ উদ্দীন। তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুস সাত্তার নিয়াযীর নিকট মাওলানা মওদূদী কোরআন, হাদীস ও আরবী ভাষায় আরবী ব্যাকরণ, মা'কুলাত, মায়ানী ও বালাগাত শিক্ষা লাভ করেন।

১৯২৬ সালে ২২ বৎসর বয়সে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) দিল্লীর দারুল উলুম ফতেহ্‌পুরীর শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ শরীফুল্লাহ খাঁনের নিকট

www.pathagar.com

থেকে উলুমে আকলিয়া, আদাবিয়া ও বালাগাত এবং উলুমে আসলিয়া ও ফরুইয়া বিদ্যা অর্জনের সনদ লাভ করেন।

১৯২৭ সালে উক্ত দারুল উলুমের শিক্ষক মাওলানা আশফাকুর রহমান কান্ধলভীর নিকট থেকে সাইয়েদ আবুল আ'লা হাদীস, ফেকাহ ও আরবী আদবে শিক্ষালাভ করে সনদ হাসিল করেন। ১৯২৮ সালে আশফাকুর রহমান কান্ধলভীর নিকট থেকে জামে তিরমিযী ও মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেকের সমাপ্তি সনদ হাসিল করেন। মাওলানা শরীফুল্লাহ্ খানের নিকট মাওলানা মওদূদী তাফসীরে বায়যাবী, হেদায়া, ইল্‌মে মা'য়ানী ও বালাগাত শিক্ষা লাভ করেন।

১৯৩২ সালে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুত্তরজমা (Department of Translation) এর পক্ষ থেকে আল্লামা সদরুদ্দিন সিরাজীর "আল্ আসফারুল আরবায়া" নামক আরবী গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বইটি আরবী ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের একটি অতি জটিল গ্রন্থ।

মন্তব্য ঃ একজন বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্ তাঁর (মওদূদী রহঃ) সম্পর্কে অনুমাননির্ভর ভুল তথ্য পরিবেশন করার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। অথচ তিনি জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হওয়ায় ১৯৭৭ সনে বাদশাহ্ ফয়সল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি মুয়াত্তা ইমাম মালেক-এরও হাফেজ ছিলেন।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ সংযুক্ত করা হল

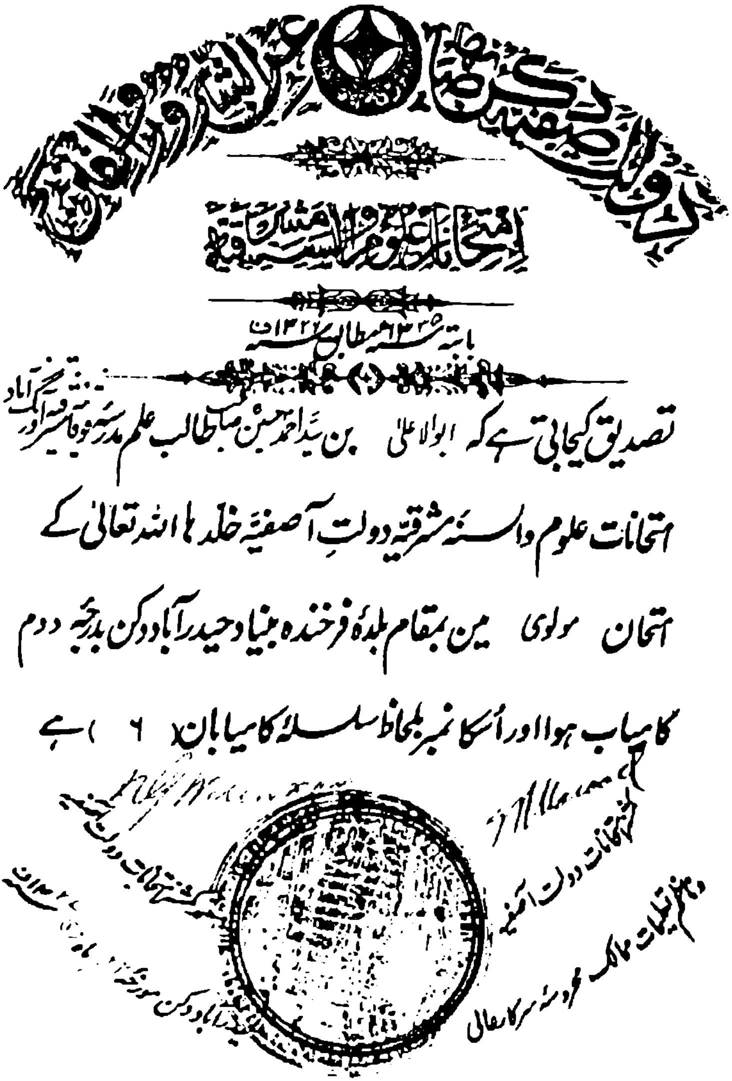
امتحانات علوم و السنہ شرقیہ

تصدیق کیجاتی ہے کہ ابوالاعلی بن سید احمد حسن صاحب طالب علم مدرسہ فوقانیہ اورنگ آباد

امتحانات علوم و السنہ شرقیہ دولت آصفیہ خلدہا اللہ تعالی کے

امتحان مولوی میں بمقام بلدۂ فرخندہ بنیاد حیدرآباد دکن بدرجہ دوم

کامیاب ہوا اور اسکا نمبر بلحاظ سلسلہ کامیابان (٦) ہے

১৩৩৫ হিজরী মোতাবেক ১৯১৬ ঈসায়ী সালে ১৩ বছর বয়সে মাওলানা মওদূদী (রঃ) মৌলভী (মেট্রিক) পাশ করেন। সার্টিফিকেট থেকে দেখা যায় তিনি মেট্রিক পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملئكة
والروح عالم الغيب والشهادة. وهو اللطيف الخبير. والصلوة والسلام على
حبيبه الاعظم وخليله الاكرم. سيد ولد آدم. وصفوة الصفوة من جميع العالم
محمد المصطفى وعلى آله المجتبى

وبعد فان العلوم على تشعب فنونها وتكثر شجونها ارفع المطالب وانفع المآرب،
وقد من الله تعالى من عباده على من اعتنى لطلبها واخذها وفاز بحصولها
واتقانها. وكان منهم من حوى الفضائل الانسية ورقى المعارج السنية فقرأ
جملة الكتب الانتهائية من العلوم العقلية والنقلية والادبية. بغاية من التحقيق ونهاية
من التدقيق. فبرع فيما قرأ علي. وهو الفاضل الذكي والمتوقد الالمعي المولوي السيد
ابو الاعلى المودودي. وبعد البلوغ مرتبة التكميل. طلب مني اجازة عامة لعلوم
العقلية والبلاغة. والادبية وسائر العلوم الاصلية والفرعية. فاسعفته بمطلوبه
ومرغوبه وارجو منه ان لا ينساني من صالح دعواته في جميع اوقاته واوصيه و
اياي بتقوى الله في السر والعلن. ومتابعة الكتاب والسنن. واخر دعوانا ان الحمد لله
رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
حرره العبد الحقير الراجي الى الله محمد شريف الله عفى عنه الله المدرس في مدرسة
دار العلوم فتحپوری دهلی. فقط
۲۲ جمادی الثانی ۱۳۴۴ه

১৩৪৪ হিজরীতে (১৯২৬ইং) মাওলানা মওদূদী (রঃ) ২২ বছর বয়সে দিল্লীর দারুল উলূম ফতেহপুরীর মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ উল্লাহ খান থেকে ভাষা সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যায় সমাপ্তির পর সার্টিফিকেট লাভ করে।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتأزر بإزار العظمة والعلاء، المرتدي برداء المجد والعزة والكبرياء، اللهم
لا نحصي عليك الثناء، أنت كما أثنيت على نفسك بلا امتراء، فأنت اللهم من درك العقول
والظنون والأوهام وراء الوراء، ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء، سبحانك ما أعظم شانك، و
أحكم برهانك، مننت علينا بإرسال الرسل، وكرمتنا بإنزال الكتب من السماء، وهديتنا للملة
الحنيفية السمحة السهلة البيضاء، التي ليلها ونهارها سواء، وعلمتنا من العلوم النبوية
والحكم المصطفوية ما لم نعلم فعلونا به مدارج السماء.

اللهم فصل وسلم، وزد وتفضل، وبارك وأنعم، على سيدنا سيد الرسل وخير
خلقك عبدك محمد، داعي الخلق والهادي إلى الحق، الماحي سبل الضلال والفسق
تنور العالم بنور هدايته وضيائه، وتزينت السماء والأرض بزينته وبهائه، وعلى آله وأصحابه

أما بعد فإن أخانا في الدين السيد أبا الأعلى المودودي قد قرأ علي الحديث والفقه
والأدب، وإني قرأت مبادئ الكتب في الحضرة الإمدادية ثم بعد ذلك دخلت في المدرسة
المسماة بمظاهر علوم الواقعة ببلدة سهارنفور، وقرأت بقية الكتب في هذه المدرسة وحصلت السند
فلما طلب هذا الشيخ مني السند واستجازني على الشروط المعتبرة عند علماء هذه الفنون، أعطيت
هذه الصحيفة سندا، وهو بحمد الله شاب صالح ذكي بارع أهل للدرس والإفادة، فأوصيه بتقوى
الله في السر والعلانية وأن لا ينساني في دعواته في خلواته وجلواته. وآخر دعوانا أن الحمد لله
رب العالمين

حرره ٤ [illegible]

মাওলানা মওদূদী (রঃ) ১৯২৭ সালে দিল্লীর মাওলানা আশফাকুর রহমান কান্ধেলোবী থেকে হাদীস, ফিকহ্ এবং আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন শেষে সার্টিফিকেট লাভ করেন।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والسلام على نبيه المصطفى وآله المتقي ما دامت الأرض والسموات العلى.

মরহুম মাওলানা ১৯২৮ সালে মাওলানা আশফাকুর রহমান কানধোলোবী থেকে জামে তিরমিযী ও মুয়াত্তায়ে মালিক অধ্যয়ন শেষে সার্টিফিকেট লাভ করেন।

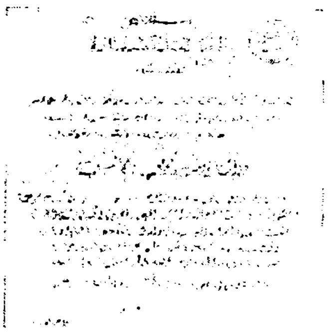

বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার-১৯৭২

www.pathagar.com

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) সম্পর্কে মন্তব্য

ক) অভিযোগ ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ২০৯ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, ইসলাম বলেঃ নবীগণ মাসুম অর্থাৎ নিষ্পাপ। তারা গুনাহ্ করেননি। জনাব মওদুদী সাহেব বলেনঃ নবীগণ মাসুম নন। প্রত্যেক নবীই গুনাহ করেছেন। (তাফহিমাত ২য় খন্ড)

জবাব ঃ জনাব মাওলানা মোবারক উল্লাহর উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। তিনি সম্ভবত মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর রচিভ তাফহীমাত ২য় খন্ড পড়েননি। তাফহীমাত এর কত পৃষ্ঠায় বক্তব্যটি আছে তা তিনি উল্লেখ করেননি। তাফহীমাত ২য় খন্ডের বক্তব্য এবং অন্যান্য মোফাচ্ছের, মুফতী এবং উসুলবিদদের বক্তব্য সম্মানিত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

তাফহীমাত উর্দু ২য় খন্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় (যার বাংলা নাম নির্বাচিত রচনাবলী) বাংলায় ২য় খন্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় মাওলানা মওদূদী (রহঃ) লিখেছেন, "আর এটা একটা নেহায়েত সূক্ষ্ম বিষয় যে, আল্লাহ্ কখনও কখনও নবীদের উপর থেকে নিজের হেফাজত সামান্য সময়ের জন্য তুলে নিয়ে দু'একটি সামান্যতম পদস্খলন হতে দিয়েছেন, যাতে লোকেরা নবীদেরকে খোদার আসনে না বসায় বরং জেনে নেয় যে তাঁরা খোদা নন বরং মানুষ।"

সম্মানিত পাঠক, মুফতী মাওলানা মোবারক উল্লাহ্ তাফহীমাত ২য় খন্ডের বরাতে লিখেছেন যে, জনাব মওদুদী সাহেব বলেন যে, "নবীগণ মাসুম নন। প্রত্যেক নবীই গুনাহ করেছেন" এ বক্তব্যের সাথে তাফহীমাতের বক্তব্যের সামান্যতম মিল নেই। সুতরাং মুফতি সাহেবের বক্তব্যটি খুঁজে পাওয়া গেল না।

হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী (রহঃ)-এর অভিমত

মুফতি মোহাম্মদ শফী (রহঃ) তাঁর লিখিত "মাজালিসে হাকীমুল উম্মত" নামক কিতাবে ৬৫নং পৃষ্ঠায় (উর্দূ) ১২০ পৃষ্ঠায় (বাংলা) জনাব থান্‌ভী (রহঃ) এর অভিমত উল্লেখ করেন, "আল্লাহ্ তায়ালা নবীদেরকে

www.pathagar.com

তাঁর নৈকট্যের যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাঁদেরকে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র রেখেছেন, যেমন এটা তাঁর রহ্মত ও নিয়ামত, তেমনিভাবে কোন কোন সময় নবীদের থেকে কোন কোন ব্যাপারে ভুল-ত্রুটি (আরবীতে জাল্লাত উর্দূতে লগজিশ) হওয়ার যে ঘটনাসমূহ কোরআন শরীফের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে এগুলোও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালার হেকমত ও রহমত। এর মধ্যে এক বড় ফায়দা (উপকারিতা) এটাও যে, মানুষের মনে যেন নবীদের খোদা হওয়ার সন্দেহ না হয়। ভুল-ত্রুটি হওয়া এবং এর উপর আল্লাহ্ তায়ালার সতর্ক করা এটাই পরিস্কার করে দেয় যে, নবীরাও আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাহ।"

পবিত্র কুরআনের আলোকে

১। তাবুকের যুদ্ধে কৃত্রিম ওজর পেশ করে যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে রাসূল (সাঃ) তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তা পছন্দ করেননি। ফলে তিনি সূরা তওবার ৪৩নং আয়াত নাযেল করেন। যার অর্থ হল "হে নবী, আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করুন। তুমি কেন এ লোকদেরকে না যাওয়ার অনুমতি দিলে ? যদি না দিতে তা হলে তোমার নিকট পরিস্কাররূপে প্রকাশিত হত যে, কোন লোকেরা সত্যবাদী আর মিথ্যবাদী তাদেরকে জানতে পারতে।"

২। রাসূল (সাঃ) যখন আবদুলাহ্ ইবনে উবাই (মুনাফিক) এর জানাযার নামাজ পড়াতে সম্মত হলেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালা সূরা তওবার ৮৪নং আয়াত নাযেল করে সতর্ক করলেন। যার অর্থ হল, "তাদের কোন লোক মরে গেলে তার জানাযা তুমি কখনও পড়বে না, তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সাথে কুফরী করেছে। আর মরেছে তারা ফাসেক অবস্থায়"।

৩। রাসূল (সাঃ) তাঁর একজন স্ত্রীর মন সন্তুষ্টির জন্য মধু পান না করার কসম করেন। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা সূরা তাহরীম এর ৯নং আয়াত নাযেল করে তাঁকে সতর্ক করেন। যার অর্থ হল, "হে নবী! আল্লাহ্ তায়ালা যা তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি কেন নিজের জন্য হারাম করলে? তুমি কি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইছ? আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।"

www.pathagar.com

তাফসির-এর আলোকে

১। আল্লামা আলুসী (রহঃ) বিখ্যাত তাফসীর রহুল মা'আনীর ১৬ খন্ডের ২৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেন ,"জমহুর (অধিকাংশ) ওলামাদের মতে নবুওয়াত প্রাপ্তির পরও ইচ্ছাকৃতভাবে ছগিরা গুনাহ্ হতে পারে। কিন্তু যা ঘৃণিত স্বভাবের পরিচয় দেয় ঐ ধরণের ছগিরা গুনাহ হতে পারেনা। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে ছগিরা গুনাহ্ হতে পারে এ ব্যাপারে সবাই একমত।"

২। আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ) তাফসীরে উসমানীর সূরা আম্বিয়ার ৮৭নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ৯নং টিকায় হযরত ইউনুছ (আঃ)-এর বিষয়ে লিখেন যে, আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ম হল কামেল বান্দাদের ছোট খাট লগজীসকে (ভুল ত্রুটি) শক্তভাবে ধরেন, এতে কামেল বান্দাদের মর্যাদা কমে না বরং তাঁদের শান বৃদ্ধি পায়।

আকাইদের আলোকে

আল্লামা সা'দুদ্দিন মাসউদ তাফতাজানী শারহে আকাঈদে নাসাফী এর ইছমতে আম্বিয়া অংশে লিখেন, "আর ভুলবশতঃ কবিরা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ওলামাদের মত হল যে, তা জায়েয ও সম্ভব। ছগিরা গুনাহ্ জমহুর ওলামাদের মতে নবীগণ হতে ইচ্ছাকৃতভাবেও হতে পারে। আর অনিচ্ছাকৃত ভুলের দ্বারা ছগিরা গুনাহ্ হওয়া সকলের ঐকমত্যে জায়েয, কিন্তু যা ঘৃণিত স্বভাবের পরিচয় দেয় ঐ প্রকারের ছগীরা গুনাহ্ জায়েয নয়। যেমন, এক লোকমা চুরি করা ও ওজনে কম দেয়া। এ ব্যাপারে মুহাক্কেক বা নির্ভরযোগ্য আলেমগণ শর্ত করেছেন যে, তাঁদেরকে এর উপর যেন সতর্ক করা হয়, যাতে তাঁরা বিরত থাকতে পারেন। এ সব মতভেদ অহি নাযিল হওয়ার পরের অবস্থায়। কিন্তু অহি নাযিল হওয়ার পূর্বে নবীগণ হতে কবিরা গুনাহ্ নিষিদ্ধ ও অসম্ভব হওয়ার কোন দলিল নেই।"

(প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত কিতাবটি সকল সরকারী, বেসরকারী ও কাওমী মাদ্রাসাতে পড়ানো হয়।)

www.pathagar.com

উসূলবিদদের মতে

১। আল্লামা হাফিজ উদ্দিন নাছাফী (রহঃ) এর মানার কিতাবের শরাহ্ শায়খ আহমদ বিন আবু ছাইদ ওরফে মোল্লা জিয়ন (রহঃ) এর লিখিত নুরুল আনোয়ার কিতাবের "বায়ানুল আফয়ালুন্নবী" (সাঃ) অধ্যায়ে লিখেছে, "জাল্লাত বা পদস্খলন ব্যতীত নবীদের কার্যাবলী ৪ প্রকার ঃ ফরজ, ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ্। জাল্লাত বা পদস্খলন উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়। আর জাল্লাত (পদস্খলন) এমন হারাম কাজকে বলে, হালাল কাজ করার মানসে যাহাতে অসাবধানতাবশতঃ পতিত হইয়াছে। সূচনাতে হারামের ইচ্ছা ছিল না এবং পতিত হওয়ার পর ইহাতে অটল থাকে নাই। যেমন কোন ব্যক্তি-পথ চলা অবস্থায় কোন উদ্দেশ্যে ঝুঁকিল এবং হঠাৎ করিয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল। সুতরাং না তাহার পতিত হওয়ার ইচ্ছা ছিল আর না পতিত হইয়া পড়িয়া রহিল। সুতরাং জাল্লাতকে মাসিয়াত বা অপরাধ বলা হইবে না। তবে রূপকার্থে বলা যাইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জাল্লাত (পদস্খলন) যদি অনিচ্ছাকৃত হইবে তবে ইহার কর্তার সমালোচনা করা হইবে কেন ? জওয়াবে বলা হইবে যে, যেহেতু ইহা সম্পন্নকারী অতি মর্যাদাবান ও আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী সেহেতু তাঁহার হইতে অসাবধানতাও এক ধরণের ত্রুটি হিসাবে তাহা বিবেচিত হইবে। তাঁহারা উত্তম হইতে পদস্খলিত হইয়া অনুত্তমের মধ্যে পতিত হইয়াছেন। মূল পাপ কার্যে লিপ্ত হন নাই।"

(উল্লেখিত নুরুল আনোয়ার কিতাব খানা সরকারী, বেসরকারী ও কাওমী মাদ্‌রাসাতে পড়ানো হয়)।

আল্লামা আব্দুল আযিয বোখারী স্বরচিত প্রসিদ্ধ কিতাব সাইয়াতুত তাহফিক শরহুল হুস্যামী ১ম খন্ডের ১৮ পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেখেছেন, "সকল আলেম ও মুসলমানদের মতে নবীগণ (আঃ) কবীরা গোনাহ্ থেকে মাসুম ও নিরাপদ। এমনিভাবে আমাদের (হানাফী) ইমামদের মতে তাঁরা সগীরা গোনাহ্ থেকেও মা'সুম। তবে তাঁরা জাল্লাত বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মা'সুম বা মুক্ত নন।"

www.pathagar.com

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ)এবং সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী(রহঃ)-এর অভিমত

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর লিখিত ইছমাতুল আম্বিয়া নামক কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, "এবং আমরা যা বলি তা হচ্ছে যে আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুয়াত প্রাপ্তির সময় থেকে ইচ্ছাকৃত কবিরা এবং ছগিরা গুনাহ থেকে পবিত্র কিন্তু ভুল বশতঃ কবিরা ও ছগিরা গুনাহ্ হতে পারে।"

আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী (রহঃ) সিরাতুন্নবী গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডের ৭০পৃষ্ঠায় লেখেন, "মানুষ হিসাবে তাঁদের (নবীদের) থেকেও ভুলক্রটি হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা ওহীর দ্বারা এ সমস্ত ভুল ক্রটিরও সংশোধন করে থাকেন।"

সম্মানিত পাঠক, লগজীস উর্দু শব্দ, আরবীতে বলা হয় জাল্লাত যার বাংলা অর্থ পদস্খলন। উপরের আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম হতে অনিচ্ছাকৃত লগজিশ সর্বসম্মতভাবে হতে পারে এবং আল্লাহ্ তায়ালা এর জন্য নবীগণকে সতর্ক করেছেন, এর উপর স্থির থাকতে দেননি।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বক্তব্য কুরআন, তাফসীর, আকাইদ ও উসুলের পরিপন্থী নহে। হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী (রহঃ) এর বক্তব্য যা মুফতি মোহাম্মদ শফী (রহঃ) তাঁর লিখিত মাজালিশে হামিকুল উম্মত নামক কিতাবের ৬৫ পৃষ্ঠায় (উর্দূ) উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে এবং মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বক্তব্যের মধ্যে ভাষাগত কিছুটা পার্থক্য ছাড়া ভাবগত কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং তাফহীমুল কুরআন সম্পর্কে মুফতী মোবারক উল্লাহ্ সাহেবের বক্তব্যটি সঠিক নয়।

খ) অভিযোগ ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ উল্লেখিত কিতাবের ২১০ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, জনাব মওদূদী সাহেব তাফহিমুল কোরআন ২য় খন্ডে বলেছেন কোন কোন নবী দ্বীনের চাহিদার উপর স্থির থাকতে পারেন নি, বরং তাঁরা আপন মানবীয় দুর্বলতার কাছে হার মেনেছেন।

জবাব ঃ মুফতী সাহেব নবীর নাম উল্লেখ করেননি, তবে বাতিল প্রতিরোধ কমিটি জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কর্তৃক বিলিকৃত বিজ্ঞাপনে হযরত ইউনুছ (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্-এর বক্তব্য সঠিক নহে। তাফহীমুল কুরআনের কোন জায়গায় উল্লেখিত বক্তব্য নেই। সম্মানিত পাঠক সমাজের জ্ঞাতার্থে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)- এবং অন্যান্য মোফাচ্ছেরদের বক্তব্য নিবে পেশ করা হল ঃ

তাফহীমুল কুরআনের বক্তব্য

১। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তাফহীমুল কুরআনে সুরা ইউনুস এর ৯৮নং আয়াতের ব্যাখ্যার ৯৯নং টিকায় লিখেন যে, কুরআনের ইশারা ও ইউনুসের (আঃ) সহীফার বিস্তারিত বিবরণ থেকে জনা যায় যে হযরত ইউনুস (আঃ) এর পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে কিছু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল এবং খুব সম্ভব সময় আসার পূর্বে ধৈর্যহারা হয়ে তিনি তাঁর স্থান ত্যাগ করেছিলেন। এ কারণে আযাবের পূর্বাভাস দেখতে পেয়ে আসিরীয় লোকেরা যখন তওবা করল এবং খোদার নিকট গুনাহের ক্ষমা চাইল তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কুরআন মজিদে খোদার যে সব নিয়ম নীতি উল্লেখিত হয়েছে তন্মধ্যে একটি বিশেষ স্থায়ী নীতি হল যে কোন জাতির লোকদের সামনে সত্য দ্বীন যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ দলিল প্রমাণ সহকারে তুলে ধরা না হবে ততক্ষণ তিনি কারো উপর আযাব নাযিল করেন না। কাজেই নবী যখন সংশ্লিষ্ট জাতির জন্য নির্ধারিত অবকাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপদেশ বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেননি এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজ দায়িত্বে হিজরত করে চলে গেছেন, তখন আল্লাহ্র সুবিচার নীতি এ জাতিকে আযাব দেয়া সমীচীন মনে করেনি। কারণ তার কাছে পূর্ণাঙ্গ দলিল প্রমাণ সহকারে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার আইনগত শর্তাবলী পূর্ণ হতে পারেনি। (তাফহীমুল কোরআন বাংলা ৫ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

২। সূরা আল আম্বিয়া ৮৪নং টিকায় উল্লেখ করেন যে, তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, "এই জাতির লোকদের উপর আযাব আসা তো অনিবার্য, অতএব এখনই আমার কোথাও চলিয়া যাওয়া উচিত, যেন আমি নিজে আযাব হইতে বাঁচিতে পারি।" এই ব্যাপারটি মুলত কোন অপরাধ বা অন্যায় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্র অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত নবীর দায়িত্ব

www.pathagar.com

পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায়ই ছিল তাহাকে আল্লাহ্‌র পাকড়াও করার আসল ও যথেষ্ট কারণ। (তাফহীমুল কুরআন বাংলা ৮ম খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

মা'য়ারেফুল কুরআনের বক্তব্য

৩। মুফতি মোহাম্মদ শফী (রহঃ) এর তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন মাওলানা মহিউদ্দীন খান কর্তৃক বাংলা অনুদিত ষষ্ঠ খন্ড ২৩০ পৃষ্ঠায় সূরা আম্বিয়ায় লিখেন, "এবং মাছওয়ালার (অর্থাৎ হযরত ইউনুছ পরগাম্বরের) কথা আলোচনা করুন যখন তিনি (বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে তাঁর সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব টলে যাওয়ার পরও ফিরে আসেননি এবং এ সফরের জন্য আমার আদেশের অপেক্ষা করেননি) এবং তিনি (নিজের ইজতেহাদ দ্বারা) মনে করেছিলেন যে, আমি (এই চলে যাওয়ার ব্যাপারে) তাঁকে পাকড়াও করব না {অর্থাৎ এই পলায়নকে তিনি নিজের ইজতেহাদ দ্বারা বৈধ মনে করেছিলেন, তাই ওহীর অপেক্ষা করেননি; কিন্তু যে পর্যন্ত আশা থাকে সেই পর্যন্ত ওহীর অপেক্ষা করা পয়গাম্বরগণের জন্য সমীচীন। এই সমীচীন কাজ তরক করার কারণে তাঁকে বিপদগ্রস্থ করা হয়। সে মতে পথিমধ্যে সমুদ্র পড়লে তিনি নৌকার সওয়ার হন। নৌকা চলতে চলতে এক জায়গায় থেমে যায়। ইউনুছ (আঃ)-এর বুঝতে বাকী রইল না যে বিনা অনুমতিতে পলায়ন পছন্দ করা হয়নি। এ কারণেই নৌকা থেমে গেছে। তিনি নৌকার আরোহীদের বললেন ঃ আমাকে সমুদ্রে ফেলে দাও। তারা সম্মত হল না। লটারী করা হলে তাতেও তাঁরই নাম বের হল। অবশেষে তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল। আল্লাহ্‌র আদেশে একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। ২৩১ পৃষ্ঠায় লিখেন, "এ দিকে ইউনুছ (আঃ) ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তাঁর সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল।"

উল্লেখিত তাফসিরের অষ্টম খন্ডে ৫৩৭ পৃষ্ঠায় সুরা কলমের ৪৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, আপনি আপনার পালনকর্তার

www.pathagar.com

আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং (বিষণ্ন মনে) মাছওয়ালা (ইউনুছ পয়গম্বর)-এর মত হবেন না [যে আযাব না আসার কারণে বিষণ্ন মনে কোথাও চলে গিয়েছিল।...]

তাফসীরে আশ্‌রাফীর বক্তব্য

হাকীমুল 'উম্মত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী (রহঃ) প্রণীত বয়ানুল কুরআনের সরল অনুবাদ তাফসীরে আশ্‌রাফীর ৪র্থ খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠায় সূরা আম্বিয়ার ৮৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইউনুছ (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, "আর মৎস্যওয়ালার (অর্থাৎ পয়গাম্বর হযরত ইউনুছ (আঃ)-এর কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন তিনি (তাঁহার সম্প্রদায় ঈমান না আনার দরুণ তাহাদের উপর) ক্রুদ্ধ হইয়া (তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া) চলিয়া গেলেন, (এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের উপর হইতে আল্লাহ্ তায়ালার আযাব দূরীভূত হওয়ার পরেও ফিরিয়া আসিলেন না।) আর (এই সফরের জন্য আমার অনুমতির অপেক্ষাও করিলেন না বরং) তিনি (নিজের বিবেচনায় ইহা) ধারণা করিয়াছিলেন যে, (এই চলিয়া যাওয়ার দরুণ) আমি তাঁহাকে কোন (প্রকার) পাকড়াও করিব না। (মোট কথা, যেহেতু তিনি এইরূপভাবে পলায়ন করাকে নিজের বিবেচনায় জায়েজ মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ বা ওহীর অপেক্ষাও করিলেন না। কিন্তু ওহী আগমনের আশা থাকা পর্যন্ত যেহেতু ওহীর অপেক্ষা করা নবীগণের [আঃ] উচিত। অতএব, এই উচিত কার্য ত্যাগ করার কারণে তিনি এই বিপদে পতিত হইলেন যে, পথিমধ্যে এক নদী তাঁহার সম্মুখীন হইল এবং তিনি তথায় নৌকায় আরোহন করিলেন। নৌকাটি চলিতে আরম্ভ করিয়াই থামিয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বিনা অনুমতিতে তাঁহার এই পলায়ন আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট অপছন্দ হইয়াছে, কাজেই নৌকা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নৌকার মাঝিগণকে বলিলেন, "আমাকে নদীতে ফেলিয়া দাও," তাহারা সম্মত হইল না। পরে সকলে একমত হইয়া লটারীর ব্যবস্থা করিল, তাহাতেও তাঁহারই নাম উঠিল। অবেশষে তাঁহাকে নদীতে ফেলিয়া দিল। আল্লাহ তা'আলার আদেশে এক বিরাট মৎস্য আসিয়া তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল।"

www.pathagar.com

ফায়দা ঃ এই ঘটনায় হযরত ইউনুস (আঃ) কর্তৃক আল্লাহ্ তায়ালার আদেশের অবাধ্যতা কিছুই হয় নাই। শুধু বিবেচনায় ভুল করিয়াছিলেন। এইরূপ বিবেচনা ভুল হওয়া শিষ্যগণের পক্ষে ক্ষমার যোগ্য কিন্তু নবীগণের শিক্ষা সচ্চরিত্রতা আরও অধিকতর কাম্য হওয়া বশতঃ হযরত ইউনুসকে (আঃ) এরূপ বিপদে ফেলা হইয়াছিল।

উল্লেখিত তাফসীরে বাংলা ৫ম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠায় সুরা ওয়াছছাফফাত ১৩৯-১৪৮ আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ "আর নিঃসন্দেহে ইউনুসও (আঃ) গয়গাম্বরদের অন্যতম ছিলেন (আর সেই সময়ের ঘটনার কথা স্মরণ করুন) যখন তিনি (স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ঈমান আনয়ন না করিলে আসমানী আযাব অবতীর্ণ হইবে আর তিনি স্বয়ং তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রতিশ্রুত দিবসে যখন আযাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈমান আনয়নের উদ্দেশ্যে ইউনুছ (আঃ)-কে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্ত যখন তাহাকে পাওয়া গেল না, তখন সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে কান্নাকাটি করিল এবং মোটামুটিরূপে ঈমান আনয়ন করিল। ফলে উক্ত আযাব রহিত হইল। ইউনুছ (আঃ) কোন উপায়ে এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বাভাবিক লজ্জার কল্পনায় আল্লাহ্ তা'আয়ালার নিকট হইতে প্রকাশ্যে অনুমতি গ্রহণ না করিয়া স্বমতে কোন দূরবর্তী স্থানে চলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্বস্থান হইতে পলায়ন করিয়া অন্য দিকে যাত্রা করিলেন। পথে ছিল সমুদ্র। তাহাতে ছিল যাত্রী বোঝাই জাহাজ। উক্ত বোঝাই জাহাজের নিকট পৌছিলেন। জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিলে ঝড় উঠিল। জাহাজের আরোহীরা বলিল, আমাদের মধ্যে কোন নতুন অপরাধী রহিয়াছে। তাহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাকে নির্দিষ্ট করার জন্য নির্বাচনের ঘুটিকা বা লটারী ফেলা হইল। ফলে ইউনুস (আঃ)-ও লটারীর অর্ন্তভুক্ত হইলেন। তখন তিনিই লটারীতে অপরাধী সাব্যস্থ হইলেন। তাঁহার নামই প্রকাশ পাইল। তখন তিনি স্বয়ং সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িলেন। সম্ভবতঃ তীর নিকটেই ছিল, সাঁতার কাটিয়া তীরে পৌছিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি আত্মহত্যার সন্দেহ আসিতে পারে না। অতপর যখন তিনি সমুদ্রে পতিত হইলেন, তখন আমার নির্দেশে এক মৎস্য তাঁহাকে আস্ত গিলিয়া ফেলিল এবং তিনি তখন স্বীয় ভুলের জন্য নিজকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।"

www.pathagar.com

রুহুল মায়ানীর বক্তব্য

তাফসীরে রুহুল মায়ানী ১ম খন্ড ১৭০ পৃষ্ঠায় আল্লামা আলুসী (রহঃ) লিখেন ঃ "যখন এ জাতির উপর আযাব এসে উপস্থিত হল ও তারা নিশ্চিতই বুঝতে পারল যে, সকলকেই ধ্বংস হয়ে যেতে হবে তখন তারা নবীর তালাশ করল। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সকলে নিজেদের ছেলে মেয়ে ও জন্তু জানোয়ার নিয়ে মরুভূমিতে বেরিয়ে এল এবং ঈমান আনয়ন ও তওবা করল। এতে আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করলেন এবং দোয়া কবুল করলেন।"

উল্লেখিত তাফসীরে ১৭শ খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠায় সুরা আম্বিয়ার ৮৭নং আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে, হযরত ইউনুছের (আঃ) নিজের জাতির লোকদের প্রতি নারাজ হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছিল একটা হিজরত। এ হিজরত করার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে হুকুম দেন নাই।

উল্লেখিত তাফসীরের ২য় খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠায় হযরত ইউনুছ (আঃ) এর দোয়ার অর্থ এভাবে করেছেন যে, আমি অপরাধী ছিলাম, নবীদের রীতির বিপরীত নির্দেশ আসার আগে হিজরত করার ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করেছি। এটা ছিল হযরত ইউনুছ (আঃ) এর গুনাহের স্বীকারোক্তি ও তওবাকরণ। উদ্দেশ্য আল্লাহ যেন, তার এ বিপদ দূর করে দেন।

উল্লেখিত তাফসীরের ২৩শ খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠায় সুরা ছাফফাত এর ১৪০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, "আবাকা" অর্থ হল মনিবের নিকট হতে গোলামের পলায়ন। হযরত ইউনুছ (আঃ) যেহেতু আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া নিজ জাতির নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছেন এ কারণে তাঁর সম্পর্কে এ শব্দটি প্রয়োগ ঠিক হয়েছে।

তাফসীরে উসমানীর বক্তব্য

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ) তাফসীরে উসমানীর ৭ম খন্ড সুরা আল ক্বলম এর ৪৮ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, "অর্থাৎ মাছের পেটে যাওয়া পয়গাম্বর হযরত ইউনুস (আঃ) এর মতো অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে মনের সংকীর্ণকতা আর শংকা প্রকাশ করবেন না। জাতির ব্যাপারে তিনি ছিলেন ক্রুদ্ধ। অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি আযাব আসার দোয়া এমনকি ভবিষৎ বাণী পর্যন্ত করে বসেন। উল্লেখিত তাফসীরের (উর্দু) ৬০১

www.pathagar.com

পৃষ্ঠার সুরা সাফ্‌ফাত এর ১৪০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, যখন নৌকা সাগরে চক্কর দিতে লাগল তখন লোকেরা বলল যে, এ নৌকাতে মনিব হতে পলাতক কোন গোলাম আছে। অতঃপর কয়েকবার লটারী দেয়া হল প্রত্যেক বারই হযরত ইউনুছ (আঃ) এর নাম উঠল।"

উল্লেখিত তাফসীরে উর্দূ-৪৩৯ পৃষ্ঠা সুরা আম্বিয়ার ১১নং ফায়দায় লিখেন যে, তিনি এমন ভাবে বের হয়ে পালালেন যেন লোকেরা বুঝতে পেরে তাঁকে ধরে বসতিতে ফিরিয়ে আনতে না পারে।

১। সম্মানিত পাঠক, উপরে কয়েকটি তাফসীরের বক্তব্য পেশ করা হল যার মুল বক্তব্য এক ও অভিন্ন যদিও ভাষাগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন-মওলানা মওদূদী (রহঃ) তাফহীমুল কুরআনে লেখেন, "কোরআনের ইশারা ও ইউনুছ (আঃ) এর ছহিফার বিস্তারিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ইউনুছ (আঃ)-এর পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে কিছু ক্রুটি হয়ে গিয়েছিল।" তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন বলা হয় নাই।

২। নিজে আজাব হতে বাঁচার জন্য কোথাও চলে যাওয়া মুলতঃ কোন অপরাধ ছিল না। আল্লাহ্‌র অনুমতি না নিয়ে চলে যাওয়া পাকড়াও করার আসল কারণ।

৩। মা'আরেফুল কুরআনে লেখেন যে, তিনি নিজের ইজতেহাদ দ্বারা বৈধ কাজ করেছিলেন, তাই ওহীর অপেক্ষা করেননি। অহির অপেক্ষা করা সমীচীন ছিল। ঐ সমীচীন কাজ তরক করার কারণে তাকে বিপদগ্রস্থ করা হল। তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে, রিসালতের দায়িত্বে কিছুটা ক্রুটি হয়ে গিয়েছিল। তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে এবং তাফসীরে আশ্‌রাফী, তাফসীরে উসমানিতে পলায়ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং তাফহীমুল কুরআনের ভাষা অধিক মার্জিত। সুতরাং বিজ্ঞাপনে প্রচারিত বক্তাটি সঠিক নহে।

গ) অভিযোগ ঃ মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্‌ তাঁর উল্লেখিত ফতোয়ার বইয়ে ২১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, জনাব মওদূদী সাহেব তাফহীমুল কুরআনের ১ম খন্ডে লিখেন যে, "হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ক্ষণিকের জন্য শিরকের গুনাহে নিমজ্জিত ছিলেন।"(তাফহিমুল কোরআন ১ম খন্ড)

www.pathagar.com

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। তিনি তাফহীমুল কুরআনের বক্তব্য না পড়েই লিখেছেন বলে মনে হয়। একজন মুফতীর এ রকম হওয়া উচিত নহে। তিনি পৃষ্ঠার নাম্বার উল্লেখ করেন নাই। সম্মানিত পাঠক সমাজের সামনে তাফহীমুল কোরআন ১ম খন্ডের ৫৫৮ পৃষ্ঠা সুরা আল আনআম এর ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্তমান বাংলা ৩য় খন্ড ১৫১, ১৫২ ও ১৫৩ নং পৃষ্ঠায় ৫৩নং টিকায় মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্য ও অন্যান্য মোফাচ্ছেরদের বক্তব্য তুলে ধরা হল ঃ

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্য ঃ "হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন প্রথম বয়সে বুদ্ধি ও চেতনা লাভ করিলেন, তখন তাঁহার চর্তুদিকে চন্দ্র সূর্য ও গ্রহ তারার বিশেষ জাঁকজমক সহকারে পূজা উপাসনা অনুষ্ঠিত হইত- এই গুলীকেই নিরংকুশভাবে খোদা বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই কারণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর তত্ত্বানুসন্ধান অভিযানের সূচনায় স্বভাবতই প্রথম প্রশ্ন ছিল এই সবের কোনটিই কি খোদা হইতে পারে ? এই কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা লইয়া তিনি নানাভাবে চিন্তা-ভাবনা করিয়াছেন। এবং শেষ পর্যন্ত লোকদের উপাস্য সমস্ত খোদাকে এক শ্বাশত আইন ও বিধানের অধীনে বন্দী ও দাসানুদাসের ন্যায় আবর্তন করিতে দেখিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যেটিকে যেটিকে খোদা মনে করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন একটির মাঝেও রব ও খোদা হওয়ার সামান্যতম যোগ্যতাও বর্তমানে নাই। প্রকৃতপক্ষে খোদা কেবল তিনিই যিনি এই সব কিছুকে নিজের শক্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বীয় বন্দেগী করিতে বাধ্য করিয়াছেন।"

উল্লেখিত টিকার শেষ দিকে তিনি উল্লেখ করেন, এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তারকা দেখিয়া বলিলেন, ইহা আমার খোদা। তাহা হইলে এই সময় কি তিনি অস্থায়ী ও সাময়িকভাবে হইলেও শেরকের মধ্যে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ? ইহার উত্তর এই যে, সত্যের এক সন্ধানী সন্ধানের পথে চলিতে চলিতে মাঝখানে চিন্তা-ভাবনার যাচাই করার জন্য যে সব মঞ্জিলে ক্ষণকালের জন্য অবস্থান করে, সেই সব মঞ্জিল কখনও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হয় না। বরং আসল বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, তাহার গতি কোনদিকে এবং চূড়ান্ত মঞ্জিল কোথায়, কোনখানে, যেখানে তার অনুসন্ধান যাত্রার সমাপ্তি ঘটিবে।

www.pathagar.com

মাঝখানে অবস্থান ঘাটি তো প্রত্যেক অনুসন্ধানীর জীবনে অনিবার্য হইয়া পড়ে। অনুসন্ধানের কাজেই সেখানে অবস্থান করা হয়। উহা তাহার চূড়ান্ত ফয়সালা হয় না কখনও। মুলতঃ এই অবস্থান হয় জিজ্ঞাসামূলক, সিদ্ধান্ত মূলক নয়। এই ধরণের কোন মঞ্জিলে অনুসন্ধানী যখন থামিয়া জিজ্ঞাসা করে, ইহাই মঞ্জিল ? তখনই ইহার অর্থ এই হয় না যে, ইহাকে সে চূড়ান্ত মঞ্জিলরূপে মানিয়া লইয়াছে বরং তখন ইহার অর্থ হয় ইহাই কি মঞ্জিল ? পরে অনুসন্ধানের সাহায্যে যখন জানিতে পারে যে, ইহাই চূড়ান্ত মঞ্জিল নয়, তখন সে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়। এই কারণে পথের মাঝখানের অবস্থান জায়গাসমূহে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অস্থায়ী ও সাময়িকভাবে শেরক কিংবা কুফরীতে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া মনে করা সম্পূর্ণরূপে ভুল কথা ও ভিত্তিহীন মত।"

মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী (রহঃ)-এর বক্তব্য ঃ তাফসীরে আশ্‌রাফী (বাংলা অনুদিত) ২য় খন্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় সুরা আনআম এর ৭৭, ৭৮, ৭৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী (রহঃ) লিখেন, "যখন রাত্রির অন্ধকার তাঁহাকে (এবং তদ্রুপ অন্যান্যদেরকেও) আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন তিনি একটি (দিপ্তিমান) তারকা দেখিতে পাইলেন, (স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া) বলিলেন, (তোমাদের ধারণানুযায়ী) ইহা আমার (এবং তোমাদের) প্রতিপালক, (এবং আমার অবস্থার প্রতি ক্ষমতা প্রয়োগকারী আচ্ছা বেশ! অতিসত্ত্বরই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইবে। ফলতঃ একটু পরেই তারকাটি দিক চক্রবালে যাইয়া অস্তমিত হইল)। অনন্তর যখন উহা অস্তমিত হইল তখন তিনি বলিলেন, আমি অস্তগামীদিগকে (যাহাদের অবস্থা পরিবর্তনশীল হওয়ার করণে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, উহারা নিজেরাই পরিবর্তনশীল হওয়া বশতঃ পরিবর্তনকারীর মুখাপেক্ষী। কাজেই আমি ইহাদিগকে) ভালবাসি না, (অথচ সর্বময় কর্তা বা ক্ষমতা প্রয়োগকারী বলিয়া বিশ্বাস করিলে যে সমস্ত বিষয়ের উৎপত্তি অবধারিত হয়, মহব্বত তৎসমুদয়ের অন্যতম। অতএব সারমর্ম এই হইল যে, এগুলিকে আমি সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগকারী প্রভু বা মা'বুদ বলিয়া মনে করি না। আবার এ রাত্রিতেই কিংবা অন্য কোন রাত্রে যখন দেখিলেন, চন্দ্রকে দীপ্তিমান অবস্থায় উদিত হইয়াছে) তখন প্রথম বারের ন্যায়ই বলিলেন, তোমাদের ধারণানুযায়ী ইহা আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক এবং অবস্থা সমূহের উপর ক্ষমতা

www.pathagar.com

প্রয়োগকারী। আচ্ছা একটু পরে ইহার অবস্থাও দেখিয়া লও; অবেশেষে ইহাও অস্তমিত হইয়া গেল। অনন্তর যখন ইহা অস্তমিত হইল, তখন তিনি বলিলেন, যদি আমাকে আমার প্রকৃত প্রতিপালক হেদায়েত করিতে না থাকেন যেমন এখন পর্যন্ত হেদায়াত করিতেছেন, তবে আমিও তোমাদের ন্যায় পথ ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব। অতঃপর চন্দ্র ও নক্ষত্রের ঘটনা একই রাত্রের হইলে অন্য কোন রাত্রের প্রভাতে আর চাঁদ ও তারকার ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন রাত্রির হইলে চন্দ্রের ঘটনার রাত্রির প্রভাতে অথবা উহা ব্যতীত অন্য কোন রাত্রির প্রভাতে যখন সূর্যকে দেখিলেন, অত্যন্ত চাকচিক্যের সহিত প্রদীপ্ত অবস্থায় উদিত হইয়াছে। তখন প্রথম দুইবারের ন্যায় আবার বলিলেন, তোমাদের ধারণানুযায়ী ইহা আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক এবং অবস্থাসমূহে ক্ষমতা প্রয়োগকারী এবং ইহা উল্লিখিত গ্রহ নক্ষত্র সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতেই আলোচনার মীমাংসা হইয়া যাইবে। যদি এই সূর্যের প্রভু হওয়া বাতিল হয়, তবে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রগুলির প্রভুত্বতো আরও উত্তম রূপে বাতিল হইবে। সার কথা, সন্ধ্যা হইলে সূর্যও অস্তমিত হইয়া গেল। অনন্তর যখন ইহা অস্তমিত হইল তখন তিনি বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের শিরকের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং ঘৃণাকারী, অর্থাৎ আমি অংশীবাদের প্রতি অসন্তোষ মুখেও প্রকাশ করিতেছি। আর বিশ্বাসের দিক দিয়া তো সর্বদা আমি অংশীবাদের প্রতি অসন্তুষ্টই ছিলাম। আমি সকল পন্থা হইতে পৃথক হইয়া একাগ্রতার সহিত স্বীয় মনের ও দেহের মুখমন্ডল তাহারই (অর্থাৎ সেই পবিত্র সত্তারই) দিকে ফিরাইতেছি। যিনি আসমানসমূহ ও জমিনসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।"

মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহঃ)-এর বক্তব্য ঃ মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহঃ) মা'আরেফুল কোরআন তৃতীয় খন্ড (মাওলানা মহিউদ্দিন খান অনুদিত বাংলায়) ৩৫১ ও ৩৫২ পৃষ্ঠায় লিখেন, "যখন রজনীর অন্ধকার তাঁর উপর এমনিভাবে অন্য সবার উপরও সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা নিরীক্ষণ করল যে, ঝিকিমিকি করছে সে স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলল ঃ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী এটি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এবং আমার অবস্থার পরিচালক। খুব ভাল, অল্পক্ষণের মধ্যেই আসল স্বরূপ জানা যাবে, সেমতে তারকাটি দিগন্তে অস্তমিত হল। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল, আমি অস্তগামীদের ভালবাসিনা। ভালবাসা

—৩

www.pathagar.com

পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করার অপরিহার্য পরিণতি। সুতরাং সার কথা এই যে, আমি ইহাকে পালনকর্তা মনে করি না। অতঃপর সেই রাত্রিতেই কিংবা অন্য কোন রাত্রিতে যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে (উদিত হতে) দেখল, তখন পূর্বের ন্যায়ই বললঃ এটি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এবং অবস্থার উত্তম পরিচালক, এবার অল্পক্ষণের মধ্যে এর দশাও দেখে নাও। সে মতে চন্দ্রও অস্তমিত হয়ে গেল। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বললঃ যদি আমার সত্যিকার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন না করতে থাকেন যেমন এ পর্যন্ত করে এসেছেন তবে আমিও তোমাদের ন্যায় বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর অর্থাৎ চাঁদের ঘটনা তারকার ঘটনার রাত্রীতে হলে কোন একরাত্রির প্রত্যুষে, আর যদি চাঁদের ঘটনা তারকার ঘটনার রাত্রিতে না হয়, তবে চাঁদের ঘটনার রাত্রি প্রত্যুষে কিংবা এছাড়া অন্য কোন রাত্রির প্রত্যুষে যখন সূর্যকে খুব চাকচিক্য সহকারে ঝলমল করে উদিত হতে দেখল, তখন প্রথমোক্ত দুই বারের মত আবার বলল তোমাদের ধারণা অনুযায়ী এটি আমার ও তোমাদের প্রভু এবং অবস্থার পরিচালক এবং এটি তো সবগুলো উল্লেখিত তারকার সমূহের মধ্যে বৃহত্তর। এতেই আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এহেন পালন কর্তাও যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে ছোটদের তো কথাই নেই। মোট কথা, দিনের শেষে সূর্যও মুখ লোকাল। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত এবং তৎপ্রতি ঘৃণা পোষণ! অর্থাৎ বিমুক্ততা প্রকাশ করছি, বিশ্বাসগতভাবে তো সদা সর্বদা মুক্তই ছিলাম। আমি সব তরিকা থেকে এক মুখী হয়ে স্বীয় বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে ঐ সত্তার প্রতি আকৃষ্ট করে তোমাদের কাছে প্রকাশ করছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীদারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

মন্তব্য ঃ সম্মানিত পাঠক, এখানে তিনটি তাফসীরের উদ্বৃতি দেয়া হল। তিনটি তাফসীরেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শিরক থেকে মুক্ত ছিলেন তা প্রমাণ করছে। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তাফহীমুল কুরআনে এ বিষয়টি সবচেয়ে পরিস্কার করে ঘোষণা করেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শিরকে মত্ত ছিলেন না। তিনি আরও বলেন যে, অস্থায়ী ও সাময়িকভাবে শেরক কিংবা কুফরীতে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া মনে করা সম্পূর্ণরূপে ভুল কথা ও ভিত্তিহীন মত।

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠক, মুফতী মাওলানা মোবারক উল্লাহ্ সাহেবের বক্তব্যটি তাফহীমুল কুরআনে পাওয়া গেল না।

ঘ) অভিযোগ ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ উল্লেখিত কিতাবের ২১০ পৃষ্ঠায় লেখেন যে, জনাব মওদুদী সাহেব লাগামহীনভাবে নবীগণের মিথ্যা দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

হযরত আদম (আঃ) মানবিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি শয়তানী প্রলোভন হতে সৃষ্টি ত্বরিত জয়বায় আত্মভোলা হয়ে নিজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে তিনি আনুগত্যের উচ্চ শিখর হতে নাফরমানির অতল তলে গিয়ে পড়েন। (তাফহীমুল কোরআন, ৩য় খন্ড)

জবাব ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহর উল্লেখিত বক্তব্য আদৌ সত্য নহে। যাচই বাছাই না করে তিনি মনগড়া বক্তব্য লিখেছেন যা একজন মুফতী সাহেবের পক্ষে উচিত নহে। পবিত্র কুরআনের আটটি সূরায় হযরত আদম (আঃ) এর বর্ণনা এসেছে। তাফহীমুল কুরআনে উল্লেখিত আটটি সুরার ব্যাখ্যায় কোথাও মুফতী মোবারক উল্লাহ্ সাহেবের বক্তব্যের সাথে মিল পাওয়া যায় নাই। সম্মানিত পাঠকদের সামনে তাফহীমুল কুরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য তাফসীরের বক্তব্য নিবে পেশ করছি ঃ

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্য ঃ তাফহীমুল কোরআন প্রথম খন্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় সুরা বাকারা ৩৬নং আয়াতের অনুবাদ "শেষ পর্যন্ত শয়তান তাদেরকে সেই গাছটির লোভ দেখিয়ে আমার হুকুমের আনুগত্য থেকে সরিয়ে দিল এবং যে অবস্থার মধ্যে তারা ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়লো। আমি আদেশ করলাম, "এখন তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু।"

তাফহীমুল কুরআনের বাংলা প্রথম খন্ড ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠা সূরা আলবাকারার ৩৬ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ৫১নং টিকায় মাওলানা মওদূদী (রহঃ) লেখেন, "অর্থাৎ আদম (আঃ) যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তিনি আল্লাহর নাফরমানীর পথ পরিহার করে তাঁর হুকুম মেনে চলার পথ অবলম্বন করতে চাইলেন এবং তাঁর মনে যখন নিজের রবের কাছে নিজের গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আকাঙ্ক্ষা জাগল তখন ক্ষমা প্রার্থনা করার ভাষা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর অবস্থা দেখে আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা তাঁকে শিখিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

তাফহীমুল কুরআনের ১ম খন্ডের ৭০পৃষ্ঠায় ৫৩নং টিকায় লিখেন যে, মহান আল্লাহ্ আদম (আঃ) এর তাওবাই কবুল করে ক্ষান্ত হননি এবং এরপর আবার তাঁকে নবুওয়াতও দান করলেন। এভাবে তিনি নিজের বংশধরদেরকে সত্য-সহজ পথ দেখিয়ে গেলেন।

পৃথিবী তাঁর জন্য দারুল আযাব বা শাস্তির আবাস ছিল না। শাস্তি দেয়ার জন্য তাঁকে এখানে পাঠানো হয়নি। বরং তাঁকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। জান্নাত তাঁর আসল কর্মস্থল ছিল না। সেখান থেকে বের করে দেয়ার হুকুম তাঁকে শাস্তি দেয়ার পর্যায়ভুক্ত ছিল না। বরং মূল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তও ছিল।

তাফহীমুল কুরআন চতুর্থ (৪) খন্ড ১৬ পৃষ্ঠা (বাংলা) সূরা আল আ'রাফ এর ২২ থেকে ২৫নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ১৩নং টিকায় ১৫নং পৃষ্ঠায় বলেন, এরূপ ধারণা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে, নিষিদ্ধ "গাছের এমন কোন বিশেষ গুণ ছিল, যে কারণে তার ফল মুখে দেয়ার সাথে সাথেই আদম (আঃ) ও হওয়া (আঃ) এর লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে গিয়েছিল। আসলে এটি কেবল আল্লাহ্র নাফরমানীরই ফলশ্রুতি ছিল।" ১৬নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, শয়তানের প্রয়োচনায় পড়েই তারা এতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। অসৎকাজের প্রকাশ্য আহবানে সে সাড়া দেয়নি। ১৭নং পৃষ্ঠায় ১৪নং টিকায় বলা হয়েছে, হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ)-কে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার এ হুকুম দেওয়া হয়েছিল শাস্তি হিসাবে- এরূপ ধারণা পোষণ করার কোন কারণ নেই। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং তাঁদেরকে মাফ করে দেন। কাজেই এ নির্দেশের মধ্যে শাস্তির কোন ব্যাপার থাকতে পারে না। বরং যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এর মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যটিই পূরণ হয়েছে।

তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের বক্তব্য ঃ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের ১ম খন্ড ২০৮ ও ২০৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, অবশ্য কোরআন পাকের বহু আয়াতে অনেক নবী (আঃ) সম্পর্কে এ ধরণের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এ জন্য তাঁদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনাও এ শ্রেণীভুক্ত। এ ধরণের ঘটনাবলী সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কোন ভুল বোঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরণের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

কোন নবী (আঃ) জেনেশুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্ পাকের হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেননি। এ ত্রুটি ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এবং তা ক্ষমাযোগ্য। শরীয়াতের পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরণের ভ্রান্তিজনিত ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না যার সম্পর্ক শিক্ষা দীক্ষা এবং শরীয়তের প্রচারের সাথে রয়েছে বরং তাদের ব্যক্তিগত কাজ কর্মে এ ধরণের ভুল ত্রুটি হতে পারে।

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ পাকের দরবারে নবীদের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে এবং যেহেতু মহান ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষুদ্র ত্রুটি বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়, সেহেতু কুরআনে এ ধরণের ঘটনাবলীকে পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও প্রকৃত পক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

তাফসীরে মাজেদীর বক্তব্য ঃ তাফসীরে মাজেদীর প্রথম খন্ডের ৮০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ আজাল্লা ক্রিয়াটি জাল্লাত ধাতু থেকে নির্গত। অর্থ স্থানচ্যুত করল, পদস্খলন ঘটাল। অবাধ্যতা কিংবা ইচ্ছাকৃত আদেশ লঙ্ঘনের অর্থ তাতে নেই। পিচ্ছিল পথে অনিচ্ছাকৃত পদস্খলনের মতই এটা।

উল্লেখিত তাফসীরের ৮১ পৃষ্ঠায় তাফসীরে ইবনে কাসির-এর বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে যে, এখান থেকেই ফকীহ্গণ সিদ্ধান্ত আহরণ করেছেন যে, নবী-রাসুলের শানে নাফরমানী, পাপ ইত্যাদি নয়, তবে পদস্খলন শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

উল্লেখিত তাফসীরের ৮১ পৃষ্ঠায় শারহে ফিকহুল আকবার-এর বরাতে উল্লেখিত হয়েছে যে, শারহে ফিকহুল আকবারের মতে নবুওয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা লাভের পূর্বে কোন কোন নবীর জীবনে কিছু কিছু ত্রুটি ও পদস্খলন প্রকাশ পেয়েছিল। মুরশিদ থান্ভী বলেন ঃ আধ্যাত্মিক পূর্ণতার অধিকারী ব্যক্তিরাও শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ নন। কেননা হযরত আদম (আঃ) সে সময়ও যে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার অধিকারী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উল্লেখিত তাফসীরের ৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, আদম (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কলেমা শিখে নিলো অর্থাৎ নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে বান্দাকে তুলে ধরেছেন। আল্লাহর কি অপরিসীম বান্দা প্রীতি। কি

www.pathagar.com

ছিলো আদমের শিখে নেওয়া সেই শব্দগুলো ? রিওয়ায়াত বিভিন্ন রকমের আছে বটে।

তাফসীরে আশ্রাফীর বক্তব্য ঃ তাফসীরে আশ্রাফী বাংলা ১ম খন্ডে ৪৩ পৃষ্ঠা সুরা আল বাকারার ৩৬নং আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে ঃ "অনন্তর শয়তান হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) কে ঐ বৃক্ষের কারণে পদস্খলিত করিল। তৎপর তাহাদিগকে সেই সুখ শান্তি হইতে বহিস্কৃত করিয়া ছাড়িল যাহাতে তাহারা (উভয়ে) ছিলেন।"

তাফসীরে তাবারীর বক্তব্য ঃ তাফসীরে তাবারী শরীফ-এর প্রথম খন্ড ৩৪৮ পৃষ্ঠায় সুরা আল বাকারার ৩৬নং আয়াতের অনুবাদ "কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদের বহিষ্কার করল। আমি বললাম, তোমবা পরস্পরের শত্রুরূপে নেমে যাও পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা আছে।"

মন্তব্যঃ সম্মানিত পাঠক, এখানে ৫টি তাফসীরের বক্তব্য প্রদান করা হল। কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন।

কিন্তু মুফতী মোবারক উল্লাহ্ সাহেবের বক্তব্যটি তাফহীমুল কুরআনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি একই বক্তব্যের কারণে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কে এককভাবে দায়ী করলেন। অথচ প্রত্যেকটি তাফসীরেই কোথাও পাপ, কোথাও পদস্খলন, কোথাও ক্রটির কথা উল্লেখ আছে।

৬) অভিযোগ ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়ার ২১০ পৃষ্ঠায় লেখেন যে, জনাব মওদুদী বলেন "হযরত নূহ (আঃ) চিন্তাধারার দিক দিয়ে দ্বীনের চাহিদা হতে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে জাহেলিয়াতের জযবা স্থান পেয়েছিল।" (তাফহিমুল কোরআন ২য় খন্ড)

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য তাফহীমুল কুরআনের ২য় খন্ডে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁর বক্তব্য সঠিক নহে। নিবে তাফহীমুল কুরআনের ৬ষ্ঠ খন্ড ২৮ পৃষ্ঠা সূরা হুদ-এর ৪৬নং আয়াতের অনুবাদ এবং ৫০নং টিকায় এর ব্যাখ্যা মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বক্তব্য এবং তাফসীরে আশ্রাফী, তাফসীরে মা'য়ারেফুল কোরআন-এর বক্তব্য পেশ করা হল ঃ

www.pathagar.com

ক) তাফহীমুল কুরআনে সুরা হুদ এর ৪৬নং আয়াতের অনুবাদ ঃ "জওয়াবে বলা হইল "হে নুহ্! সে তোমার ঘরের লোকদের একজন নয়। সে তো এক বিকৃত হইয়া যাওয়া কাজ। কাজেই তুমি সেই বিষয়ে আমার নিকট দরখাস্ত করিও না, যাহার মূল ব্যাপার তোমার অজানা। আমি তোমাকে নসীহত করি, নিজেকে জাহেলদের মত (অজ্ঞদের মত) বানাইও না।"

খ) তাফসীরে আশ্‌রাফীতে সুরা হুদ-এর ৪৬ নং আয়াতের অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ তায়ালা বলিলেন যে, 'হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিজনের শামিল নহে, সে দুস্কর্ম্মা, অতএব আমার নিকট এমন বিষয়ের অনুরোধ করিও না, যাহা তোমার জ্ঞাত নহে। আমি তোমাকে নছীহত করিতেছি যে, তুমি (জাহেল) অজ্ঞরূপে গণ্য হইও না। (সুরা হুদ ৪৬নং আয়াত, তৃতীয় ভলিয়ম ২৬ পৃষ্ঠা)

গ) তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে সুরা হুদ এর ৪৬ আয়াতের অনুবাদ ঃ "আল্লাহ্ বলেন-হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়! নিশ্চয় সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের (জাহেলদের) দলভুক্ত হবেন না"। (সুরা হুদ ৪৬নং আয়াত চতুর্থ খন্ড ৬৯৭নং পৃষ্ঠা)

তাফহীমুল কুরআনে ৫০নং টিকা ঃ এই কথা শুনিয়া কেহ্ যেন মনে না করে যে, হযরত নুহের ঈমানী শক্তিরই বুঝি অভাব ছিল, কিংবা তাঁহার ঈমানের উপর কোনরূপ জাহেলিয়াতের প্রভাব ঘটিয়া ছিল। আসল কথা এই যে, নবী রাসুল-ও মানুষই হইয়া থাকেন। আর মু'মিনের উচ্চতম মর্যাদায় সব সময়ই উন্নীত হইয়া থাকা সকলের সাধ্যত্ত্বও নয়। অনেক সময় কোন নাজুক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় নবী-রাসুলের ন্যায় উচ্চ উন্নত মানুষেরা কিছুক্ষণের জন্য নিজের মানবীয় দুর্বলতা দেখাইয়া বসেন (ইহা নবুয়াতের পক্ষে কিছু মাত্র ক্ষতিকর নয়)। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে তাঁহার অনুভূতি জাগিয়া উঠে কিংবা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অনুভূতি জাগাইয়া দেওয়া হয় যে, বাঞ্ছিত মান হইতে নীচে পৌঁছিয়া গিয়াছে, তখন অনতিবিলম্বে তিনি তওবা করেন। নিজের ভুল সংশোধন করিয়া লওয়ায় তাহার এক মুহূর্তও দেরী হয় না। হযরত নুহের চোখের সম্মুখে তাঁহার

www.pathagar.com

প্রাণাধিক প্রিয় যুবক পুত্র প্লাবনে ডুবিয়া গেল। এই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার কলিজা দীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু তখনই আল্লাহ্ তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন, বলিলেন যে, তোমার যে পুত্র সত্য দ্বীন ত্যাগ করিয়াছে, ঔরসজাত সন্তান বলিয়া তাহাকে তোমার নিজের সন্তান মনে করা এক ধরণের জাহেলিয়াতী (অজ্ঞতা) ভাবধারা ছাড়া আর কিছু নয়। তখনই তিনি নিজের কলিজার ব্যথা ভুলিয়া গিয়া ইসলামী চিন্তা পদ্ধতি গ্রহণ করিলেন, হযরত নূহের নৈতিক উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের এতদ্‌পেক্ষা বড় দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে।

তাফসীরে আশ্‌রাফী ঃ তাঁহার দোয়ার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, হে নূহ! এই ব্যক্তি (আমার অনাদি জ্ঞানের মধ্যে) তোমার (সেই) পরিজনের শামিল নহে; (যাহারা ঈমান আনয়ন করত নাজাত লাভ করিবে। অর্থাৎ তাহার অদৃষ্টে ঈমান নাই; বরং) সে দুষ্কর্মা, (ঈমান আনিবার পাত্র সে নহে)। অতএব, আমার নিকট এমন বিষয়ে অনুরোধ করিও না, যাহা তোমার জ্ঞাত নহে। (যে বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ নও, সে বিষেয়র জন্য দো'আ করিতে যাওয়া তোমার পক্ষে কখনই উচিৎ নহে। ইহা অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আমি তোমাকে নছীহত করিতেছি যে, তুমি অজ্ঞরূপে (জাহেলরূপে) গণ্য হইওনা। (আশ্‌রাফী সুরা হুদ ৩য় খন্ডের ২৬ পৃষ্ঠা)

কেনআনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত ছিলেন না; সুতরাং তিনি তাহার জন্য দো'আ করা বৈধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর এই ভুল সম্পর্কে তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে, কেনআনের ভবিষ্যৎ তোমার জানা নাই। তবুও কেন তুমি তাহার জন্য দো'আ করিতেছ ? আগামীতে আর কখনও এরূপ করিও না। ফল কথা হযরত নূহ (আঃ) ভুল করিয়াই পুত্র কেনআনের জন্য দো'আ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিয়া কখনও তিনি খোদার আদেশের বিপরীত করেন নাই। (আশ্‌রাফী ৩য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-হে নূহ! (আঃ) আমার অনাদি ইলম অনুসারে সে (কিনআন) আপনার পরিজনভুক্ত নয়, (অর্থাৎ যারা ঈমানের বদৌলতে নাজাত হাসিল করবে, তাদের মধ্যে নয় - ঈমান আনার সৌভাগ্য তার হবে না। বরং সে (অন্তিমকাল পর্যন্ত) অবশ্যই দুরাচার (কাফের) থাকবে। সুতরাং আমার কাছে এমন কোন

www.pathagar.com

দোয়া বা দরখাস্ত করবেন না যার (আসল) খবর আপনার জানা নাই। আমি আপনাকে নসীহত করছি যে, আপনি অজ্ঞদের (জাহেলদের) দলভুক্ত হবেন না। (মা'আরেফুল কুরআন ৪র্থ খন্ড ৬৯৭ পৃষ্ঠা)

কিন্তু হযরত নূহ (আঃ)-র মত একজন বিশিষ্ট নবী কর্তৃক ভালমত না জেনে শুনে এরূপ দোয়া করাকেও আল্লাহ্ তায়ালা পছন্দ করেননি। বরং এরূপ দোয়া তাঁর জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। পয়গম্বরের উচ্চ মর্যাদার জন্য এটা এমন একটা ত্রুটি যা পরবর্তী কালে তিনি কখনও ভুলতে পারেননি। তাই হাশরের ময়দানে সমস্ত মানব জাতি যখন তাঁর কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে তখনও তিনি উক্ত ত্রুটি ওজর হিসাবে তুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল করেছি যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না। (মা'আরেফুল কোরআন ৪র্থ খন্ড ৬৯৯ পৃষ্ঠা)

সুরা হূদ-এর ৪৭নং আয়াত হযরত নূহ (আঃ) কর্তৃক পেশকৃত ওজরখাহীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যার সারমর্ম হচ্ছে- সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়া মাত্র আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ, তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ, অন্যায় হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য কামনা, অতীত দোষ ত্রুটি মার্জনার জন্য আল্লাহর কাছে মার্জনা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে তাঁর অনুগ্রহের জন্য আবেদন। (মা'আরেফুল কুরআন ৪র্থ খন্ড ৭০১ পৃষ্ঠা)

মন্তব্যঃ সম্মানিত পাঠক, এখানে তিনটি তাফসীরের বক্তব্য উল্লেখ করা হল। যার মুল বক্তব্য এক ও অভিন্ন। ভাষাগত কিছুটা পার্থক্য আছে। যেমন তাফহীমুল কুরআনে আরবী ভাষায় 'জাহেল' বলা হয়েছে, তাফসীরে আশ্‌রাফীতে বাংলা ভাষায় 'অজ্ঞ' বলা হয়েছে এবং তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে বাংলা ভাষায় 'অজ্ঞ' বলা হয়েছে।

তাফহীমুল কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত নূহ (আঃ) কে সতর্ক করার পর ফিরে আশাকে তাঁর নৈতিক চরিত্রের উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরে আশ্‌রাফীতে বলা হয়েছে, ফল কথা হযরত নূহ (আঃ) ভুল করিয়াই পুত্র কেনআনের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিয়া কখনও তিনি খোদার আদেশের বিপরীত করেন নাই। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর মত একজন বিশিষ্ট নবী না জেনে শুনে এরূপ দোয়া করাকে আল্লাহ্ তায়ালা পছন্দ

www.pathagar.com

করেন নাই। বরং এরূপ দোয়া তাঁর জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। আমার দৃষ্টিতে তাফহীমুল কুরআনের বক্তব্য অধিক মার্জিত।

কিন্তু মুফতী মোবারক উল্লাহ্ সাহেবের বক্তব্য তাফহীমুল কুরআনে খুঁজে পাওয়া গেল না।

চ) অভিযোগ ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়ার ১১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, জনাব মওদুদী সাহেব তরজমানুল কোরআন ৮৫ শ' সংখ্যায় লিখেছেন ঃ নবী করীম (সাঃ) মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না।

উল্লেখিত কিতাবের ২১১ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, জনাব মওদুদী সাহেব বলে্ন যে, নবী করিম (সাঃ) নিজ মনগড়া কথা বলেছেন এবং তিনি নিজের কথায় নিজেই সন্দেহ করেছেন। (তরজমানু কোরআন বরিঃ আউঃ সংখ্যা ১৩৬৫)

জবাব ঃ মুফতী মোবারক উল্লাহ্ সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্যের সাথে তাঁর উল্লেখিত তরজমানুল কোরআনের ৮৫শ সংখ্যা এর বরিঃ আউঃ সংখ্যা ১৩৬৫ কোন মিল নাই। সুতরাং তাঁহার বক্তব্য সঠিক নহে।

ছ) অভিযোগ ঃ মুফতী সাহেব ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া এর ২১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, জনাব মওদুদী সাহেব আখলাকী বুনিয়াদ বইয়ের ১০পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, আরবের মত উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন বলেই হুজুর (সাঃ)সফলকাম হয়েছিলেন, অন্যথায় কি তিনি এ সফলতা লাভ করতে পারতেন?

মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য 'আখলাকী বুনিয়াদ'-এর ১০ পৃষ্ঠায় এমনকি সারাটি বইয়ের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই। উল্লেখিত বইয়ে (বাংলায়) ১৬ এবং ১৭ পৃষ্ঠায় জনাব মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বক্তব্য হল, 'অকর্মণ্য' ও হীনবীর্য লোক দ্বারা ইসলামের কোন বৃহত্তর খেদমত সম্ভব না। এ কথার উদাহরণ দিতে গিয়ে লিখেন যে, আবর দেশে নবী করীম (সাঃ) যে বিরাট অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ হয়েছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সর্বগ্রাসী প্রভাব সিন্ধু নদ হতে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত দুনিয়ার একটি বিরাট অংশের উপর বিস্তারিত

www.pathagar.com

হয়েছিল তার মুল কারণ এটাই ছিল যে, আরব দেশের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ তাঁর আদর্শানুগামী হয়েছিল। তাদের মধ্যে উক্ত রূপ চরিত্রের বিরাট শক্তি নিহিত ছিল। মনে করা যেতে পারে, আরবের অকর্মণ্য, অপদার্থ, বীর্যহীন, ইচ্ছাশক্তি বিবর্জিত, বিশ্বাস- অযোগ্য লোকদের একটি বিরাট ভিড় যদি নবী করীমের (সাঃ) চারপার্শ্বে জমায়েত হতো তবে অনুরূপ ফল কখনই লাভ করা সম্ভব হতো না। এ কথা একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ। উল্লেখিত বক্তব্যের সাথে জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্র বক্তব্যের কোন মিল নেই। বরং ইতিহাস তালাশ করলে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়। যেমন–

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্ব প্রথম দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করার পর মক্কার জাহেলী যুগের নেতারা তা মেনে নেয়নি। ফলে দীর্ঘ ১৩ বছরেও মক্কায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম কয়েম করা সম্ভব হয়নি। ফলে তিনি ১৩ বছর পর্যন্ত একদল যোগ্য দক্ষ ও চরিত্রবান লোক তৈরীর কাজ করেছিলেন। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ফরজ না করে মহান আল্লাহ্তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে লোক তৈরীর কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। একদিকে মদীনাবাসী দ্বীন কায়েমের জন্য প্রস্তুত ছিল, অপর দিকে লোক তৈরীর শর্ত পূরণ হল, ফলে হিজরত করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনা পৌছার সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেল।

আল্লাহ্ পাক তাঁর দ্বীনের মহা নেয়ামত অযোগ্য, অকর্মণ্য, অনিচ্ছুক জনতার উপর চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ্র অনেক রাসুল এ কারণেই দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করতে পারেননি। এটা তাদের ব্যর্থতা নয়। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত মহান ব্যক্তিত্ব। কোন এলাকার জনগণ যদি দ্বীন কায়েমের পক্ষে না আসে এবং দ্বীন কায়েম করার জন্য সৎলোক তৈরী না হয় তবে দ্বীন ইসলাম কায়েমের কাজটি চাপিয়ে দেবেন এটা মহান আল্লাহ্ পাকের তরিকা নয়। দ্বীন কায়েমের জন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক যে শর্ত দিয়েছেন তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দ্বীন কায়েম হবে না। আল্লাহ্ তায়ালা সুরা নূরের ৫৫নং আয়াতে বলেন-"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎ কর্মশীল তাদেরকে দুনিয়ায় খেলাফত দান করার ওয়াদা আল্লাহ্ করেছেন।"

আমরা সাহাবায়ে কিরামকে কী জন্য মানি ? তাঁদেরকে মানার জন্য নয় বরং রাসূল (সাঃ) কে মানার উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে মানি। রাসুল

www.pathagar.com

(সাঃ)-কে অনুসরণ করার ব্যাপারে তাঁরাই আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাই রাসূল (সাঃ) কে মানার জন্যই সাহাবায়ে কেরামকে মানতে হবে। কারণ রাসুলের আনুগত্য ও অনুসরণের দিক দিয়ে সাহাবায়ে কেরামই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু রাসুল (সাঃ) যে অর্থে আদর্শ সে অর্থে সাহাবায়ে কেরাম আদর্শ নন। রাসুল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এক হতে পারে না। একথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে মন্তব্য

১) অভিযোগ ঃ জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ২১১ পৃষ্ঠায় বলেন যে, জনাব মওদুদী সাহেব বলেনঃ সাহাবাদেরকে সত্যের মাপকাঠি জানবে না। (দস্তুরে জামাতে ইসলাম ৭ পৃষ্ঠা)

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। দস্তুরে জামায়াতে ইসলামী (বাংলায় গঠনতন্ত্র জামায়াতে ইসলামী) কালেমায়ে তায়্যেবার ২য় অংশের অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যায় ৬নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর জীবন চরিতকে কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা এবং উঁহাকে সকল ব্যাপারে সত্যের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে মানিয়া লওয়া। আল্লাহর রাসূল ব্যতীত আর কাহাকেও ভুলের উর্ধ্বে মনে না করা, কাহারও অন্ধ গোলামীতে নিমজ্জিত না হওয়া বরং প্রত্যেককেই আল্লাহর দেওয়া এই মাপকাঠিতে যাচাই ও পরখ করিয়া যাহার যেই মর্যাদা হইবে তাহাকে সেই মর্যাদা দেওয়া। ৭নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়াতের পরে কোন ব্যক্তির এমন কোন মর্যাদা মানিয়া না লওয়া যাহার আনুগত্য করা না করার ভিত্তিতে ঈমান ও কুফর সম্পর্কে ফায়সালা হইতে পারে। (দস্তুরে জামায়াতে ইসলামী, বাংলায় গঠনতন্ত্র জামায়াতে ইসলামী ১১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ছাড়া অন্য কোন মানুষকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না। কাউকে যাচাই বাছাইয়ের উর্ধ্বে মনে করবে না। কারো অন্ধ গোলামীতে নিমজ্জিত হবে না বরং আল্লাহর দেয়া এ পূর্ণ মাপকাঠির মাধ্যমে যাচাই ও পরখ করবে এবং এ মাপকাঠির দৃষ্টিতে যার যে মর্যাদা হতে পারে, তাকে সে মর্যাদাই দেবে। (দস্তুরে জামায়াতে ইসলামী উর্দু)

www.pathagar.com

মন্তব্য ঃ সম্মানিত পাঠক, দস্তুরে জামায়াতে ইসলামী বাংলা উর্দু ২টির কোথায়ও "সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি জানবে না" এ কথার উল্লেখ নাই।

নিবে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদদের সৃষ্টিতে সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠির কিনা এ বিষয়ে আলোকপাত করা হল ঃ

পবিত্র কুরআনের আলোকে

(ক) পবিত্র কুরআনের সুরা আন্ নিসা এর ৫৯নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, "যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) এর দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখ। এটাই উত্তম এবং পরকালের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক।"

এ আয়াতে "তোমাদের মধ্যে" এ সম্বোধন দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হতে আরম্ভ করে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যত মুসলমান দুনিয়ায় আসবে সকলকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং একজন সাহাবীর সাথে অন্য একজন সাহাবীর মত বিরোধ হতে পারে। এমতাবস্থায় ফয়সালাকারী হবে একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (সাঃ)। অতএব মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি হল আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মাঝে-মধ্যে মত বিরোধ হয়েছে বলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত এর ফায়সালা মেনে নিতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহর কুরআন এবং রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাত হল সত্যের একমাত্র মাপকাঠি।

(খ) সূরা নিসার ৬৪নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তোমার রবের শপথ! তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারেনা যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে নেবে। তারপর তুমি যে সিদ্ধান্ত দেবে তা তারা অকপটে বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে এবং সে ফয়সালার সম্মুখে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে।"

www.pathagar.com

(গ) সুরা মোমতাহানার ৬নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,"নিশ্চয়ই রাসূলের পবিত্র চরিত্রে রয়েছে তোমাদের জন্য সুন্দর আর্দশ, যারা আল্লাহর সাথে মিলিত হতে আশা করে এবং আখেরাতের আশা পোষণ করে।"

(ঘ) সুরা আহযাবের ৩৬নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে যখন ফয়সালা করে দেন তখন নিজের ইচ্ছায় সে ফয়সালার খেলাফ করা কোন ঈমানদার নর-নারীর কাজ হওয়া উচিত নয়।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহে "ঈমানদার দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে কিয়ামত-এর পূর্ব পর্যন্ত সকল ঈমানদারদের"কে বুঝানো হয়েছে।

মন্তব্য ঃ সুতরাং সত্যের মাপকাঠি হিসাবে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতকে মেনে নেয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে কিয়ামত পর্যন্ত যত ঈমানদার আসবে সকলকে বলা হয়েছে এবং রাসুলের হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন ঃ

হাদিসের আলোকে

(ক) হযরত মালিক বিন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলে করিম (সাঃ) বলেছেন-আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা এ দুটো জিনিসকে শক্তভাবে ধারণ করবে ততক্ষণ তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটো জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন শরীফ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত। সুতরাং বুঝা গেল যে, সত্য এবং ন্যায়ের সঠিক মাপকাঠি হল একমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল(সাঃ)-এর সুন্নাত। আর এ দুটো হল যাচাই বাছাইয়ের উর্ধ্বে।

এ বিষয়ে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামদের অভিমত ঃ (১) হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ ইমাম সারাখসী (রহঃ) কিতাবুল উসুল নামক কিতাবের ১ম খন্ডে সাহাবাদের ইজমা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলে, "সাহাবাদের ইজমা এজন্যই দলিল হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে যে, সবাই একটি ব্যাপারে একমত হওয়াতে এর সত্যতা নির্ভুলভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু একজনের কথায় তা হয় না। তুমি কি দেখ না, একজনের কথায় সঠিক জ্ঞান অর্জিত হয় না, যদিও এর কেউ বিরোধিতা করে না।"

www.pathagar.com

তিনি উল্লেখিত কিতাবের ২য় খন্ডের ১০৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, অভিমত হিসাবে কোন সাহাবার কাছ থেকে কোন ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে এবং এটা এমন স্পষ্ট কথা যা অস্বীকার করা যায় না। আর অভিমত অনেক সময় ভুল হয়ে থাকে। অতএব অভিমতে সাহাবীদের একজনের ব্যক্তিগত ভুল কিংবা নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ধরণের অভিমতের বিরোধী মতও ত্যাগ করা যাবে না, যেমনিভাবে কোন তাবেয়ীর কথায় কিয়াসকে ত্যাগ করা যায় না।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) এর অভিমত

(২) ইমাম গাযযালী (রহঃ) আল-মুসতাসফা কিতাবের ১৩৫ পৃষ্ঠায় কাওলে সাহাবী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, অনেকের কাছে সাহাবীর মাযহাব স্বাভাবিকভাবে দলিলের সূত্র। আর অনেকের মতে কিয়াস বহির্ভূত মাসয়ালা দলিল হিসাবে গণ্য এবং অনেকের কাছে আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর কথা দলিল হিসাবে গৃহীত।

আমাদের কাছে এসব কথা বাতিল বলে গণ্য। যে ব্যক্তির ভুল হবার সম্ভাবনা আছে এবং যার নিস্পাপ ও নির্ভুল হবার কোন দলিল নেই তার কথা দলিলরূপে গৃহীত হতে পারে না। কাজেই সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা কিভাবে দলিল হতে পারে? অথচ তাঁদের ব্যক্তিগত ভুলের সম্ভাবনা আছে। আর দলিলে মুতাওয়াতির বা আসমানী দলিল ছাড়া কিভাবে তাঁদের নিস্পাপ হওয়ার দাবী করা যেতে পারে? তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিরূপে তাদের দলকে নিস্পাপ বলে ধারণা করা যায়? আর দু'জন মাসুম নিস্পাপ ব্যক্তির মধ্যে মতপার্থক্য সম্ভব হয় কেমন করে? তা ছাড়া সাহাবারা নিজেরাই তো তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য বৈধ হবার ব্যাপারে একমত। আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) পর্যন্ত তাদের বিরোধী মতের ইজতেহাদের অস্বীকার করেননি বরং মুজতাহিদ যেন ইজতেহাদী মাসয়ালায় তার এজতেহাদের অধিকার অনুসরণ করে এটা অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছে। সুতরাং ১। সাহাবাদের নিস্পাপ হওয়ার দলিল নাই ২। তাঁদের পরস্পরের বিরোধিতা বৈধ হওয়া এবং ৩। তাঁদের নিজেদেরই একথা বলে দেয়া যে, তাঁদের বিরোধিতা করা বৈধ, এ তিনটি কথাই আমাদের জন্য অকাট্য দলিল।

www.pathagar.com

ইমাম গাযযালী (রহঃ) আরও বলেন যে, "আমরা সাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস সমূহকে তাঁদের প্রশংসা জ্ঞাপক দলিল হিসেবে মনে করি। সেগুলো দ্বারা তাঁদের আমল, দ্বীনদারী এবং আল্লাহর কাছে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে সুধারণা করা কর্তব্য বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ সবের মাধ্যমে তাঁদের অন্ধ অনুসরণ করা জায়েয ও কর্তব্য বলে প্রমাণিত হয় না। এসব প্রশংসা ও মর্যাদা জ্ঞাপক দলিল দ্বারা অনুসরণ করা কর্তব্য এটা প্রমাণিত হয় না।

ইমাম শওকানী (রহঃ) এর অভিমত

(৩) ইমাম শওকানী (রহঃ) কাওলে সাহাবী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ "সত্য কথা হল যে, সাহাবীর ব্যক্তিগত কথা শরীয়াতে কোন দলিল নয়। কেননা মহান আল্লাহ এ উম্মতের প্রতি মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া অন্য কাউকে প্রেরণ করেননি। তিনি আমাদের একমাত্র রাসূল (সাঃ) আর কিতাবও আমাদের জন্য মাত্র একটি। সমস্ত উম্মতকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সাহাবী ও গায়রে সাহাবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেকেই শরীয়তী বিধানের আওতাধীন এবং কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণে সমানভাবে আদিষ্ট। যারা বলেন যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা দ্বীনের ব্যাপারে দলিল কায়েম হতে পারে, তারা দ্বীনের ব্যাপারে একটি প্রমাণহীন কথা বলেন।"

শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহঃ) এর অভিমত

(৪) শাহ্ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহঃ) তাঁর রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থের প্রথম খন্ডের শেষাংশে আততানবিয়া আলাল মাসায়েল শিরোনামের একটি পরিচ্ছেদে বলেন,"সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের ঐকমত্যে প্রমাণিত যে, তাঁদের কোন একজনের পক্ষে ও তাঁদের মধ্য থেকে কিংবা তাঁদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির কথা দ্বিধাহীনভাবে ও অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ বৈধ নয়।"

www.pathagar.com

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহঃ) এর অভিমত

(৫) ইমামুল হিন্দ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহঃ) বলেন, "ওহী প্রাপ্ত রাসুলই শরীয়তের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরামের যে মর্যাদা অর্জিত হয়েছে তা অনুসরণের কারণে অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা যথাসাধ্য নবী করিম (সাঃ)-এর কথা ও কাজের অনুসরণ করেছেন। (মালফুজাতে আযাদ ১১০ পৃষ্ঠা)

মাওলানা হুসাইন আহ্মদ মাদানী (রহঃ)-এর অভিমত

(৬) জমিয়তে উলামা হিন্দ প্রধান শায়খুল হাদীস মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) বলেন, "মি'য়ার একটি আরবী আভিধানিক শব্দ। কোন শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ নয়। মি'য়ার তাকেই বলা হয় যার দ্বারা কোন বস্তুর পরিমাপ জানা যায়। চাই তা কেজি সের বাটখারা হোক বা পরিমাপের। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি যার কথা, কাজ ও আকিদা বিশ্বাস তথা দ্বীনি অবস্থার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা যায় এবং যার দ্বারা স্বেচ্ছায় কোন ভুল কিংবা নাফরমানি হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই সেই মি'য়ারে হক তথা সত্যের মাপকাঠি হবে। (মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম ৩ খন্ড ৪৪ পৃষ্ঠা)।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)-এর অভিমত

(৭) দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ) বলেন, "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম আম্বিয়ায়ে কেরামের মত নিষ্পাপ নন বরং তাঁদের পক্ষে গোনাহ্ ও ভুল-ত্রুটি সংগঠিত হতে পারে, হয়েছেও। যার জন্য রাসুল (সাঃ) দন্ড বিধি ও বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। রাসুলের হাদিস এসবের প্রমাণ। (মাকামে সাহাবা ১১১ পৃষ্ঠা)

(৮) তাবলীগ জামায়াতে চার একিনের মধ্যে সত্যের মাপকাঠি ঃ "কালেমার ভিতর চারটি একীনের শিক্ষা রহিয়াছে ঃ

১। মাখলুক থেকে কোন কিছু না হওয়ার একিন।

২। আল্লাহ্ পাক থেকে সব কিছু হওয়ার একিন।

— ৪

www.pathagar.com

৩। হুজুর (সাঃ) এর তরিকায় খোদা তা'আলা থেকে সব কিছু পাওয়ার একিন।

৪। অন্য সমস্ত ত্বরীকায় কোন কিছু না পাওয়ার একিন। (দাওয়াতে তাবলীগ ১/১৬৮ ৪র্থ সংস্করণ ১৯৭২)

সাহাবায়ে কেরাম রাসুলের (সাঃ) অনুসারী ছিলেন। তাঁদের আলাদা কোন তরীকা নাই। সুতরাং তাবলীগ জামাতের চার একিনেও আল্লাহর রাসুলকে (সাঃ) একমাত্র সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করে।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর অভিমত

(৯) "তুমি নির্বিচারে আমার অনুসরণ কর না। মালেক বা অন্য কারোর নির্বিচারে অনুসরণ করবে না। তুমি হুকুম আহকাম সে স্থান থেকেই গ্রহণ কর তাঁরা কোরআন ও হাদীসের যে স্থান থেকে গ্রহণ করেছে। (তুহফাতুল আখয়ার ৪ পৃষ্ঠা, হাকীকাতুল ফিকাহ্ ৭৩ পৃষ্ঠা)

হযরত জুনায়েদ বগদাদী (রহঃ)-এর অভিমত

(১০) "আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছার রাস্তা সমগ্র সৃষ্টির জন্য বন্ধ। শুধু সেই ব্যক্তির রাস্তা ব্যতীত যে রাসুল (সাঃ) এর পদাংক অনুসরণ করেছে।"

বড় পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ)-এর অভিমত

(১১) তুমি কিতাব ও সুন্নাহকে ইমাম বানাও এবং এদ্বয় থেকে বেরিয়ে যেও না তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। (মুনকারাতুল কুবুর ২য় পৃষ্ঠা)

খলীফায়ে থান্ভী সায়্যিদ সুলাইমান নদভী (রহঃ)-এর অভিমত

(১২) "বিশ্বব্যাপী ও স্থায়ী অনুসরণীয় আদর্শ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্র রাসুলের জিন্দেগী। (খুতবাতে মাদরাস-২১ পৃষ্ঠা)

প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর অভিমত

(১৩) "হে লোক সকল! যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) এর অনুসরণ করি ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর আমি

www.pathagar.com

যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর নাফরমানী করি তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের মোটেই জরুরী নয়। (সীরাতে ইবনে হিশাম ৪র্থ খন্ড ৩১১ পৃষ্ঠা, বিদায়া ও নিহায়া ৫ম খন্ড ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশমীরী (রহঃ)-এর অভিমত

(১৪) "জেনে রাখ, শরীয়ত প্রাপ্ত নবীর অনুমোদন শুধুমাত্র দলিল হতে পারে, অন্য কারো অনুমোদন নয়।" (ফয়জুল বারী ৪র্থ খন্ড ৫১১ পৃষ্ঠা)

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর অভিমত

(১৫) মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তরজমানুল কুরআন জিলদ ৫৬ সংখ্যায় বলেন যে, মি'য়ারে হক বলতে আমরা সেই বস্তুকে বুঝি, যার অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে হক বা সত্য নিহিত আছে এবং অবাধ্যতার মধ্যে 'বাতিল' বা অসত্য নিহিত আছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নতই হচ্ছে একমাত্র সত্যের মাপকাঠি।সাহাবীগণ হচ্ছেন আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নতের মাপকাঠি অনুসারে সত্যের পূর্ণ অনুসারী। কুরআন ও হাদিসের মাপকাঠিতে পরখ করে আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সাহবাদের জামায়াত একটি সত্যপন্থী জামায়াত, তাঁদের ইজমাকে আমরা শরীয়তের প্রামাণ্য দলিলরূপে এজন্য মেনে থাকি যে, কুরআন ও হাদিসের সাথে সামান্যতম বিরোধমূলক বিষয়েও সকল সাহাবাদের একমত হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মন্তব্য ঃ সম্মানিত পাঠক, আলোচ্য অংশে সত্যের মাপকাঠি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইমাম সারাখসী (রহঃ), ইমাম গাযযালী (রহঃ), ইমাম শওকানী (রহঃ), শাহ ওলিউল্লাহ (রহঃ), মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহঃ), মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ), মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ), তাবলীগ জামাতের ৪ একিন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), জুনায়েত বগদাদী (রহঃ), বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ), সায়্যিদ সুলাইমান নদভী (রহঃ), আনোয়ার শাহ্ কাশমীরী (রহঃ), হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এবং মাওলানা মওদূদীর (রহঃ), মতামত উল্লেখ

www.pathagar.com

করা হল। যাতে উল্লেখিত মনীষীদের মতামতের সাথে মওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর মতামত কিছুটা ভাষাগত তারতম্য ছাড়া বিষয়গত কোন পার্থক্য নেই।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তাফহীমুল কুরআনের সুরা আহযাব এর ৩৬নং টিকায় উল্লেখ করেন যে, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শ জীবন অনুসরণের নির্দেশ দেবার পর আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কিরামের কর্মনীতি মুসলমানদের সামনে আদর্শ নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। যাতে করে ঈমানের মিথ্যা দাবীদারদের চরিত্র আর রাসূলুল্লাহর নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কিরামের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সম্পূর্নরূপে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।"

তরজুমানুল কুরআন জুন ১৯৫৯ইং এর ১৮৪নং পৃষ্ঠায় মাওলানা মওদূদী (রহঃ) বলেন যে, "আমরা এ উভয় সাহাবীর (হযরত উমার এবং হযরত খালিদ) বুযুর্গী এবং দীনি খেদমত ঠিক তেমনইভাবে স্বীকার করি যেভাবে স্বীকার করা একজন মুসলমানের উচিত। তাঁদের সাথে হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা আমার দৃষ্টিতে স্বয়ং ইসলাম ও রাসূলে খোদা (সাঃ)-এর সাথে দুশমনী করার সমতুল্য।"

তরজুমানুল কুরআন আগষ্ট ১৯৬১ সংখ্যার ৫৩ পৃষ্ঠায় মাওলানা মওদূদী (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, "যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামকে মন্দ বলে, আমার মতে সে কেবল ফাসেকই নহে বরঞ্চ তার ঈমানই সংশয়পূর্ণ। দলিল স্বরূপ তিনি রাসূলের হাদীস উল্লেখ করেন যে, "যে আমার সাথীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।"

পরিশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, উসওয়ায়ে হাছানা হিসাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুল (সাঃ)-কে যে একক মর্যাদা দিয়েছেন সে মর্যাদায় অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না।

আল্লাহর রাসূলই একমাত্র আদর্শ মাপকাঠি এবং একমাত্র কষ্টিপাথর। এ কষ্টিপাথরে যাচাই করে যার যে মর্যাদা তা নির্ধারণ করতে হবে। আল্লাহর রাসুল ছাড়া অন্য কাউকে কষ্টিপাথর মনে করা হলে তা হবে রাসূলের চেয়ে নিবমানের। আল্লাহ পাক রাসূল (সাঃ) ছাড়া আর কোন নিবমানের লোককে উসওয়া বা আদর্শ মেনে নিতে বলেননি।

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ) কে মানার উদ্দেশ্যেই সাহাবায়ে কিরামকে মানতে হবে। রাসূলের (সাঃ) মানার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামই আদর্শ স্থাপন করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম হলেন রাসূলের আদর্শের বাস্তব নমুনা বা রাসূলের আদর্শের মাপকাঠি।

২) অভিযোগ ঃ জনাব মাওলানা মোবারক উল্লাহ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়ার ২১১ পৃষ্ঠায় বলেন যে, জনাব মওদুদী সাহেব বলেনঃ "সাহাবাগণ সমালোচনার উর্ধ্বে নন। তাদের দোষ বর্ণনা করা যায়। সাহাবাদের সম্মান করার জন্য ইহা যদি জরুরী মনে করা হয় যে, কোনভাবেই তাদের দোষ বর্ণনা করা যাবে না, তবে আমার দৃষ্টিতে ইহা সম্মান নয়; বরং মূর্তি পূজা। যার মুলোৎপাটনের জন্য জমাতে ইসলামীর জন্ম। (তরজমানুল কোরআন ৩৫শ সংখ্যা।) তাই জনাব মওদুদী সাহেব স্বীয় উল্লেখিত আকীদার ভিত্তিতে শিয়াদের অনুকরণে সাহাবায়ে কেরামের মিথ্যা ও দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

ক) অভিযোগ ঃ সাহাবায়ে কেরাম অনেক মনগড়া হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তরজমানুল কোরআন ৩৫শ' সংখ্যা)

জবাব ঃ তরজমানুল কুরআন ৩৫ সংখ্যায় এ ধরণের বক্তব্য নেই। সুতরাং মুফতী মোবারক উল্লাহ্ সাহেবের অভিযোগ সঠিক নহে।

খ) অভিযোগ ঃ সাহাবাদের মধ্যে জাহিলিয়াতের বদগুণ ফিরে এসেছিল। (তাফহিমাত ২য় খন্ড)

জবাব ঃ তাফহিমাত ২য় খন্ডে এরূপ বক্তব্য নেই। সুতরাং উল্লেখিত অভিযোগ সঠিক নহে।

গ) অভিযোগ ঃ বহু বছরের শিক্ষার পরও সাহাবাগণ জেহাদের প্রকৃত স্পিরিট উপলব্ধি করতে বার বার ভুল করতেন। (তরজমানুল কুরআন রবিঃ সানী ১৩৫৭ হিঃ)

জবাব ঃ উল্লেখিত বক্তব্য তরজমানুল কুরআনের উল্লেখিত সংখ্যায় নেই। সুতরাং অভিযোগ সঠিক নহে।

ঘ) অভিযোগ ঃ তারা ইসলামের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বুঝতে অসমর্থ হয়ে পড়ে ছিলেন। (তরজমানুল কুরআন রবিঃ আওঃ সংখ্যা ১৩৫৭ হিঃ)

www.pathagar.com

জবাব ঃ তরজমানুল কুরআনের উল্লেখিত সংখ্যায় এ ধরণের বক্তব্য নেই। সুতরাং অভিযোগ সঠিক নহে।

৬) অভিযোগ ঃ (ইসলামী খেলাফতের প্রথম খলীফা) হযরত আবু বকরের মতো খোদাভীরু সাহাবী ও ইসলামের দাবীসমূহ পূরণ করতে অসমর্থ হয়ে পড়েন। (তরজমানুল কুরআন রবিঃ সানী সংখ্যা ১৩৫৭ হিঃ)

জবাব ঃ তরজমানুল কুরআনের উল্লেখিত সংখ্যায় এ ধরণের বক্তব্য নেই। সুতরাং অভিযোগ সঠিক নহে।

মাওলানা মওদুদী (রহঃ)-এর বক্তব্য ঃ "আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ছাড়া কাউকে যাচাই বাছাইয়ের উর্ধ্বে মনে করবে না।"

এ বিষয়ে নিবে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্যের সমর্থনে কুরআন, হাদীস এবং ফিকহ্ শাস্ত্রের ইমামদের বক্তব্য তুলে ধরা হল ঃ

এখানে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তানকিদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ প্রতিটি আরবী অভিধানে লিখেছে "যাচাই বাছাই ও পরখ করা।"

যারা "তানকিদের" একমাত্র সমালোচনা অর্থ করেছেন তারা ভুল করেছেন। আর এ ভুলের মধ্যে থেকে যারা মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কে দোষারোপ করেছেন তারা সঠিক পন্থা অবলম্বন করেননি বরং মুসলমানদের মধ্যে ফাসাদের মত মহামারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তানকিদ শব্দের অর্থ ঃ আরবী অভিধানের বিখ্যাত গ্রন্থ কামুসের ২১১ পৃষ্ঠায় দাল অধ্যায়ের নুন পরিচ্ছেদে আছে নকদ এর অর্থ তানকাদ ও ইনতিকাদ অর্থাৎ ভাল ও অচল মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা।

আল মুনজেদ নামক অভিধানে আছে, চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করে ভেজাল নির্ভেজাল চিনে একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা। আরবী অভিধানে অর্থ বর্ণনা করার জন্য উর্দু ভাষায় যতো কিতাব লিখা হয়েছে তার প্রায় সব গুলোতেই তানকিদ অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে 'যাচাই বাছাই এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করা'। আর কোন কোন আরবী অভিধানে দোষ চর্চার অর্থও করা হয়েছে।

তান্কিদকারীদের বিষয়ে কুরআন হাদীসের নির্দেশ হল, সমালোচনার উদ্দেশ্যে একজন নিব শ্রেণীর মো'মিনের তানকীদ জায়েজ নয়। তবে এ

www.pathagar.com

ধরণের তানকিদ না করার কারণে যদি কোন বৃহৎ কল্যাণ ব্যাহত হওয়ার আশাংকা থাকে সে ক্ষেত্রে দ্বীনের খাতিরে এ ধরণের তানকিদ করা যায়। যেমন হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ রাবীদের তানকিদ করেছেন। দ্বীনের খাতিরে কোন বৃহৎ উদ্দেশ্যে ফকীহ্গণও এ ধরণের তানকিদ জায়েজ বলেছেন।

সুতরাং যেহেতু সমালোচনার উদ্দেশ্যে, কুৎসা রটনার জন্য একজন নিম্নতম মু'মিনের তানকীদ জায়েয নাই, সেহেতু সাহাবায়ে কিরামদের তান্কীদ সমালোচনা ও দোষ চর্চার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ না-জায়েয।

কোন কথা বা সিদ্ধান্তকে কিংবা যায়েয কাজকে কুরআন ও হাদীসের আইনের নিরিখে গ্রহণ ও বর্জনের শরয়ী ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা না-জায়েয নহে।

আল্লাহর রাসুল বলেছেন, "স্রষ্টাকে অমান্য করে সৃষ্টি জগতের কারো আনুগত্য চলবে না।"

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে যাচাই বাছাই ছাড়া বোঝার কোন সুযোগ নেই কোনটি স্রষ্টার আনুগত্য আর কোনটি স্রষ্টার আনুগত্য নয়। ফলে তান্কীদ (যাচাই-বাছাই) জরুরী হয়ে যায়।

হযরত উমর (রাঃ)-এর উপর ইবনে উমর (রাঃ)-এর তানকীদ

তিরমিজি শরীফের হাদীসে দেখা যায়, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হযরত উমরের তান্কীদ করেছেন। ইমাম তিরমিজি (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সিরিয়ার এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হজ্জে তামাত্তু উমরাহ্ সহকারে হজ্ব পর্যন্ত করা জায়েয না হারাম? ইবনে উমর (রাঃ) উত্তরে বললেন যে, জায়েয এবং হালাল। এর উপর সিরীয় ব্যক্তিটি অভিযোগ করে বললো, আপনার আব্বা হযরত উমর (রাঃ) তো এটাকে না-জায়েয বলেছেন। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, তুমি বল আমার পিতা হযরত ওমর (রাঃ) যদি এটাকে না-জায়েয বলেন এবং রাসুলে করিম (সাঃ) যদি নিজে এটা জায়েয করেন, তবে কার অনুসরণ করা যাবে, আমার পিতার না রাসুলে করিম (সাঃ)- এর?

www.pathagar.com

সিরীয় ব্যক্তিটি বললো অনুসরণ তো রাসুল (সাঃ) এর কথা ও কাজের করা যাবে। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, রাসুল করিম (সাঃ) হজ্ব ও উমরা এক সাথে করেছেন।

সাহাবাদের উপর হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)- এর তানকীদ ঃ হযরত আতা বিন আবি রেবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের জুমবার দিন ঈদের নামাজ সকাল বেলা পড়লেন এবং জোহরের সময় যখন আমরা জুমআর জন্য গেলাম তখন তিনি আর বের হলেন না। সুতরাং আমরা একা নামাজ পড়লাম। এ সময় ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়েফে ছিলেন। তিনি যখন ফিরে এলেন, আমরা হযরত ইবনে জুবাইর (রাঃ)-এর এ আমল বর্ণনা করলাম। তিনি শুনে বললেন, ইবনে জুবাইর (রাঃ) সুন্নাতের উপর আমল করেছেন। (আবু দাউদ ১ম খন্ড ১৫৩ পৃষ্ঠা)

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা ঈদ এবং জুমআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে রাসুলে করিম (সাঃ) বললেন, যারা জুমআর বদলে ঈদের নামাজের উপরই সন্তুষ্ট থাকতে চায় তারা এরূপ করতে পারে। কিন্তু আমরা জুমআও পড়ব।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (রহঃ) উল্লেখিত সাহাবীর তানকীদ করতে গিয়ে বলেন ঃ ইবনে আব্বাস ও ইবনে জুবাইর (রাঃ) ঐ সময় ছোট ছিলেন। তাঁরা ঘোষণাকারীর ঘোষণা শুনেছেন, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ বুঝেননি। অতএব ইবনে জুবাইর (রাঃ) ঈদের নামায দুপুরের নিকটবর্তী সময়ে পিছিয়ে এবং জুম'আ একটু এগিয়ে এমনভাবে পড়েন যে, ঈদের নামাজ জুমআর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ফেলেন। কেননা হতে পারে তিনিও জুমআ দুপুরের পূর্বে জায়েয হওয়ার প্রবক্তাদের মধ্যে একজন। এজন্য তিনি এদিন জোহরের নামাজ পড়েননি। বর্ণনার বাহ্যিক দিক থেকে যেমনিভাবে বুঝা যায়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ)-ও ঐ সময় রাসুলে করিম (সাঃ)-এর ঘোষণা শুনেছিলেন। এ জন্য ইবনে জুবাইর (রাঃ)-এর কাজের ব্যাপারে বলেন, তিনি সুন্নতের উপর আমল করেছেন। অর্থাৎ এ হুকুমের উপর আমল করেছেন যা আমি রাসুলে করিম (সাঃ) থেকে শুনেছি 'যে চায় সে জুময়ার নামায পড়তে পারে'। (বাযলুল মাজহুদ ২য় খন্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠক, লক্ষ্য করুন উল্লেখিত বক্তব্যে মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে জুবাইর (রাঃ) বুঝেন নাই বলে তানকীদ করেছেন।

তানকিদের হুকুম ঃ ১। নবী করিম (সাঃ) থেকে যে সংরক্ষিত কুরআন বর্ণনা করেছেন তার শতকরা একশ ভাগই সঠিক। সুতরাং এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম সম্পূর্ণ আদেল এবং তানকীদমুক্ত।

২। দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ তথা আকিদাগত বিষয়সমূহের রেওয়াতের ব্যাপারে সাহাবাগণ সব ধরণের তানকীদ বা সমালোচনা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

৩। দ্বীনের ব্যাপক এবং বিস্তারিত বিধান, যা নবী করিম (সাঃ) থেকে গ্রহণ করে উম্মতের নিকট প্রচার করেছেন যার মধ্যে আকীদা, দ্বীনের ফরায়েজ, ইবাদতের পদ্ধতিসমূহ, চরিত্র ও নৈতিক নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়েও সাহাবায়ে কিরাম তানকীদের পাত্র নহে।

৪। যে বিষয়ে আলেমগণের কাছে "সাহাবাদের তান্‌কিদ্" শিরোনামে পরিচিত এবং যে বিষয়ে যুগ যুগ ধরে আলেমদের মতবিরোধ চলছে তা হল সেই সব কথা ও ইজতেহাদী ফয়সালা যেগুলো কুরআন ও হাদীসের খেলাফ বলে নিশ্চিতরূপে জানা যায়। এ ধরণের ব্যক্তিগত কথা ও গবেষণালব্ধ ফয়সালা গোটা উম্মতের সম্মিলিত মতানুযায়ী দলিল এবং অনুসরণযোগ্য নয় বরং সর্ব সম্মতিক্রমে কুরআন ও হাদিসের মোকাবিলায় অবশ্যই পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর দৃষ্টিতে তানকিদ ঃ সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীনের ব্যাপারে সাধারণভাবে এবং সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে বিশেষভাবে আমার নীতি হল এই, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন যুক্তিসঙ্গত তাবীল বা ব্যাখ্যা দ্বারা কিংবা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা তাঁদের কোন কথা বা কাজের সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে গ্রহণ করা হবে এবং এটাকে ভুল প্রমাণিত করার সাহস ততক্ষণ পর্যন্ত না করা চাই যখন এটাকে ভুল বলা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু অন্য দিকে আমার নিকট যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার সীমালংঘন করে ধামাচাপা দিয়ে ভুলকে লুকানো কিংবা ভুলকে সঠিক বানানোর চেষ্টা করা শুধুমাত্র ইনসাফ এবং সঠিক জ্ঞানেরই

www.pathagar.com

বিরোধী নয়, বরং আমি এটা ক্ষতিকরও মনে করি। ভুলতো অনেক সময় বড় বড় মানুষেরও হয়ে যায়। কিন্তু এতে তাঁদের বড়ত্বের মধ্যে কোন কমবেশী হয় না। কেননা তাঁদের মর্যাদা তাঁদের মহান কাজের দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

অভিযোগ ঃ জনাব মাওলানা মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ২১৪ পৃষ্ঠায় বলেন যে, রমজান শরীফে ফজরের আযানের পর তথা সুবহে সাদকের সময়ে সেহরী খাওয়া জায়েজ ফাতওয়া দিয়েছেন। (তাফহীমুল কোরআন ১ম খন্ড)

জবাব ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্র বক্তব্য সঠিক নহে। তাফহীমুল কুরআন প্রথম খন্ডে আযানের পর সেহেরী খাওয়া জায়েয এ রকম কথা নাই। সম্মানিত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তাফহীমুল কুরআন এবং অন্যান্য তাফসীরের বক্তব্য নিবে প্রদান করা হল ঃ

তাফহীমুল কুরআনের আলোকে

অনুবাদ ঃ 'আর পানাহার করতে থাক যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখার বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।' (তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা ১৮৭ নং আয়াত)

ব্যাখ্যা ঃ আজকাল লোকেরা সেহরী ও ইফতার উভয় ব্যাপারে অত্যধিক সর্তকতার কারণে কিছু অযথা কড়াকড়ি শুরু করেছে। কিন্তু শরীয়াত ঐ দু'টি সময়ের এমন কোন সীমানা নির্ধারণ করে দেয়নি যে তা থেকে কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিট এদিক ওদিক হয়ে গেলে রোজা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রভাত কালে রাত্রির কাল বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা ফুটে ওঠার মধ্যে যথেষ্ট সময়ের অবকাশ রয়েছে। ঠিক প্রভাতের উদয় মুহূর্তে যদি কোন লোকের ঘুম ভেঙ্গে যায় তাহলে সংগত ভাবেই সে তাড়াতাড়ি উঠে পানাহার করে নিতে পারে।

হাদীস ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ সেহরী খাচ্ছে এমন সময় আযানের আওয়াজ কানে এসে গিয়ে থাকে তাহলে সংগে সংগেই সে যেন আহার ছেড়ে না দেয় বরং পেট ভরে পানাহার করে নেয়। (তাফহীমুল কুরআন ১ম খন্ড-১৫৬ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

তাফসীরে আশ'রাফীর আলোকে

অনুবাদ ঃ "আর খাও ও পান কর যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট ছোবহে ছাদেকের সাদা রেখা পৃথক হয়ে যায় কাল রেখা হইতে।" (তাফসীরে আশ্‌রাফী সুরা আল বাকারা ১৮৭নং আয়াত ১ম খন্ড ২১৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ খাও ও পান কর যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট (প্রকৃত) ছোবহে ছাদেকের (আলোর) সাদা রেখা (যাহা একেবারে শুরুতেই প্রকাশ পায়) পৃথক হইয়া যায় (অন্ধকারের সীমান্ত) কাল রেখা হইতে; (যাহা প্রভাতের আলো রেখার সহিত মিলিত বলিয়া অনুভব হয়। পৃথক হওয়ার অর্থ ছোবহে ছাদেক প্রকাশ হওয়া) অতঃপর (ছোবহে ছাদেক হইতে) রোজা পূর্ণ কর রাত্রি আগমন পর্যন্ত। (তাফসীরে আশ্‌রাফী ১ম খন্ড ২১৫)

তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের আলোকে

অনুবাদ ঃ আর পানাহার কর, যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিস্কার দেখা যায়। (তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন প্রথম ১ম খন্ড ৫০৩ পৃষ্ঠা আল বাকারা ১৮৭নং আয়াত)

ব্যাখ্যা ঃ খেতে পার এবং পানও করতে পার সে সময় পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না তোমাদের সামনে প্রভাতের সাদা রেখা (সুবহে সাদেকের আলোকচ্ছটা) স্পষ্ট হয়ে উঠবে কালো রেখা থেকে (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার থেকে)। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ৫০৪ পৃষ্ঠা)

সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজ ঃ সেহরীর বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের আছার (কথা ও কাজ) নিবে উল্লেখ করা হল ঃ

১। আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বুখারী শরীফের শরাহ্ ফতহুলবারী ৪র্থ খন্ডে ফুকাহা এবং সালফে সালিহীনদের মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামদের (রাঃ) নিবলিখিত আছার (কথা ও কাজ) উল্লেখ করেন ঃ

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর এক জামায়াত এবং তাবেয়ীনদের মধ্য থেকে আমাশ এবং তাঁর ছাত্র আবু বকর বিন আইয়াশের অভিমত এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদিক একেবারে পরিস্কার ও উজ্জ্বল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেহরী জায়েজ। (ফতহুল বারী)

www.pathagar.com

২। সায়ীদ বিন মানসুর তাঁহার সনদসহ হযরত হোজাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা রাসুলে করিম (সাঃ) এর সাথে দিনেই সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে সেহরী খেয়েছিলাম। (ফতহুল বারী)

ইমাম তাহাবী (রহঃ)-ও অন্যভাবে আসীম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবি শাইবা এবং আবদুর রাজ্জাক এ হাদীস হযরত হোয়াইফা থেকে অনেক নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (ফতহুল বারী)

আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী ফতহুল বারীতে উল্লেখ করেন, "আমি বলি, সাহাবায়ে কিরামের ঐ সমস্ত আছার এবং তাবেয়ীন্‌দের কথা দ্বারা ঐ সমস্ত ওলামাদের দাবীর জওয়াব হয়ে যায় যারা বলেন যে, আমশের মাযহাবের খেলাফ অর্থাৎ সুবহে সাদিক হওয়ার পর সেহরী খাওয়া না-জায়েয হওয়ার উপর ইজমা নির্ধারিত হয়ে গেছে।

৩। আল্লামা শামী দিনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ঃ শরীয়ত সমর্থিত দিন হল, ফজর উদিত হওয়ার সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। হ্যাঁ, এ কথার মধ্যে বিরোধ রয়েছে যে, ফজর উদিত হওয়ার অর্থ সূর্য উদিত হওয়ার মুহূর্ত না আলো বিস্তার লাভ হওয়ার সময়। প্রথম কথায় সতর্কতা এবং দ্বিতীয় কথায় সাধারণ মানুষের জন্য প্রশস্ততা। (ফতোয়ায়ে দুররুল মুখতার" দ্বিতীয় খন্ড ১১০ পৃষ্ঠা)

হানাফীদের দৃষ্টিতে

হানাফীদের দৃষ্টিতে রোযার সময় হল সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে রোযার সুচনালগ্ন কখন থেকে আরম্ভ হয় তা নিয়ে আলেম গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সূচনালগ্ন কি উষালগ্ন উদিত হওয়া অথবা প্রভাতের আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ার পর ? শামসুল আইয়িম্মা হালওয়ানী (রহঃ) বলেন, প্রথম রায়টি অধিক সতর্ক আর দ্বিতীয় রায়টিতে সাধারণ লোকদের জন্য অবকাশ রাখা হয়েছে। 'মুহীত' নামীয় গ্রন্থে বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। (ফতওয়ায়ে আলমগীরী ১ম খন্ড ২০৬ পৃষ্ঠা)। খাজানাতুল ফতোয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় কথার প্রতি অধিকাংশ ওলামাদের মত রয়েছে।

বায়ানুল ফতওয়া গ্রন্থে আছে, অধিকাংশ আলেম দ্বিতীয় মতের সমর্থক। (ফতওয়ায়ে আলমগীরী ১ম খন্ড ২০৬ পৃষ্ঠা বাংলা ২য় খন্ড ২৪২ পৃঃ)

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (রহঃ) এর অভিমত ঃ সূরা আল বাকারার ১৮৭নং আয়াতের ইঙ্গিত দিয়ে কোন কোন ওলামায়ে কেরাম এ মাযহাব স্থির করেছেন যে, তাবাইয়্যান শব্দের অর্থ শুধু মাত্র ফজর উদিত হওয়া নয়, বরং আলো ভালভাবে বিস্তার লাভ করা অর্থাৎ রোজাদার ব্যক্তির জন্য আলো বিস্তার লাভ হওয়া পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া জায়েয। এ মাযহাব শরীয়তের আইনের সুযোগ ও সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের বেলায় বেশী প্রযোজ্য। কেননা ফজর উদিত হওয়ার প্রারম্ভিক সময় সম্পর্কে অবগত হতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অনেক সময় ব্যর্থ হন আর সাধারণ মানুষ কি করে অবগত হবে? সুতরাং খাওয়া-দাওয়া জায়েয এবং নাজায়েয হওয়া সম্পর্কে যদি ফজর উদিত হওয়ার প্রারম্ভিক সময়ের সাথে হয় তা হলে তা অসুবিধা ও কষ্টদায়ক। (বজলুল মজহুদ ৩য় খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা)

মন্তব্য ঃ সম্মানিত পাঠক, সেহরী খাওয়ার শেষ সময় নির্ধারণে ইমামদের মধ্যকার মতপার্থক্য বিদ্যমান। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে এ মতপার্থক্য চলে আসছে। তবে মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ) ও মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্যের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) বলেছেন, প্রভাত মুহূর্তে যদি কোন লোকের ঘুম ভেঙ্গে যায় তাহলে সংগতভাবেই সে তাড়তাড়ি উঠে কিছু পানাহার করে নিতে পারে। মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ) বলেন, "রোযাদার ব্যক্তির জন্য আলো বিস্তার লাভ হওয়া পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া যায়েয। এ মাজহাব শরিয়াতের আইনের সুযোগ ও সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের বেলায় বেশি প্রযোজ্য"। (বাজলুল মাজহুদ ৩য় খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা)। ফজর উদিত হওয়ার প্রারম্ভিক সময় অবগত হতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অনেক সময় ব্যর্থ হন। আর সাধারণ মানুষ কিভাবে অবগত হবে ? সুতরাং খাওয়া দাওয়া জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়ার সম্পর্ক যদি ফজর উদিত হওয়ার প্রারম্ভিক সময়ের সাথে হয় তাহলে তা অসুবিধা ও কষ্টদায়ক। সুতরাং মওলানা মওদূদী (রহঃ)-কে এককভাবে দায়ী করা সঠিক হয়নি।

অভিযোগ ঃ জনাব মাওলানা মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ২১২পৃষ্ঠা বলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) দুর্বলমনা ও খেলাফতের দায়িত্ব বহনে অযোগ্য ছিলেন। (তাজদীদে এহইয়ায়ে দ্বীন ২২ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। তাজদীদে এহইয়ায়ে দ্বীন গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় এ রকম কোন উক্তির উল্লেখ নেই। তাজদীদে এহইয়ায়ে দ্বীন গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠা (বাংলা ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন) যা মাওলানা মওদূদী (রহঃ) লেখেছেন সম্মানিত পাঠকদের বিবেচনার জন্য নিবে উল্লেখ করা হল ঃ

"শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) তেইশ বছরের মধ্যে যে সমস্ত কার্য পূর্ণরূপে সম্পাদন করেন, তাঁর পর আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ও ওমর ফারুক (রাঃ)-এর ন্যায় দুজন আদর্শ নেতার নেতৃত্বলাভের সে ভাগ্য ইসলামের হয়। তাঁরা রাসুলুল্লাহর ন্যায় এ সর্বব্যাপী কাজের সিলসিলা জারি রাখেন।"

অভিযোগ ঃ জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ২১২ পৃষ্ঠায় বলেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের সময় ব্যক্তি সম্মানের কুমনোবৃত্তি (দ্বিতীয় খলীফা) হযরত উমর (রাঃ) কে পরাভূত করেছিল। (তরজমানুল কোরআন রবিঃ সানিঃ ১৩৫৭)

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। তরজমানুল কুরআনের উল্লেখিত সংখ্যায় এ রকম বক্তব্য নেই। বরং হযরত উমর (রাঃ)-এর বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) যে সৌভাগ্যবান লোকদের প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন, মানব জাতির ইতিহাসে তাঁরা ছিলেন অতুলনীয়। এই সৌভাগ্যবান পবিত্রাত্মার মনীষীদের একজন ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রাঃ)।" (সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) মর্যাদা, পৃষ্ঠা-৩১)

অভিযোগ ঃ জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ২১২ পৃষ্ঠায় বলেন যে, (ইসলামী খেলাফতের তৃতীয় খলিফা) হযরত উসমান (রাঃ)-এর মধ্যে স্বজনপ্রীতির বদগুণ বিদ্যামান ছিল। (খেলাফত ও মুলুকিয়াত পৃষ্ঠা-১১২)

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। খেলাফত ও মুলুকিয়াত বইয়ের ১১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বক্তব্য নেই।

খেলাফত ও মুলুকিয়াত বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠায় (বাংলা) উল্লেখ আছে, "অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত ওসমান (রাঃ) এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন যা একজন খলিফা এবং বাদশাহর পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। তাঁর পরিবর্তে কোন বাদশাহ্ হলে নিজের গদি রক্ষার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বনেই তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁর হাতে মদীনা শহর

www.pathagar.com

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে, আনসার ও মুহাজিরদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হলে, রাসুল (সাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে অপমান করা হলে এবং মসজিদে নববী ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলেও তিনি তার পরওয়া করতেন না। কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন খলিফায়ে রাশেদ-সত্য ও ন্যায়ের পথের অভিসারী খলিফা। এক আল্লাহ্ ভীরু শাসনকর্তা, আপন গদি রক্ষার জন্য কতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, কোথায় গিয়ে তাঁকে থেমে যেতে হয় একান্ত কঠিন মুহূর্তেও তিনি তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। মুসলমানের ইয্যত আবরু বিকিয়ে দেয়ার চেয়ে নিজের প্রাণদানকে তিনি অতি ক্ষুদ্র কাজ বিবেচনা করেছেন। কারণ মুসলমানের ইয্যত আবরু একজন মুসলমানের নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিকতর প্রিয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়।" (খিলাফত ও রাজতন্ত্র খিলাফতে রাশেদা অধ্যায় ১১৯ পৃষ্ঠা)

অভিযোগ ঃ জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ২১২ পৃষ্ঠায় বলেন যে, (চতুর্থ খলিফা) হযরত আলী (রাঃ) আপন খেলাফতের জামানায় এমন কিছু কাজ করেছেন, যাকে অন্যায় বলা ছাড়া উপায় নাই। (খেলাফত ও মুলুকিয়াত ১৪৩ পৃষ্ঠা)

জবাব ঃ উল্লেখিত বইয়ের ১৪৩ পৃষ্ঠায় এ রকম বক্তব্য নেই। সুতরাং মুফতী সাহেবের বক্তব্য সঠিক নহে। বরং হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) বলেন, তিনি (হযরত আলী রাঃ) নিজে দোররা নিয়ে কুফার বাজারে বেরুতেন, জনগণকে অন্যায় থেকে বারণ করতেন, ন্যায়ের নির্দেশ দিতেন, প্রত্যেকটি বাজারে চক্কর দিয়ে দেখতেন, ব্যবসায়ীরা কাজ কারবারে প্রতারণা করছে কিনা। (সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর মর্যাদা, পৃষ্ঠা-৩৫)

অভিযোগ ঃ জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ১১২ পৃষ্ঠায় বলেন যে, হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) স্বার্থবাদী, গণিমতের মাল আত্মসাৎকারী, মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণকারী ও অত্যাচারী ছিলেন। (খেলাফত ও মুলুকিয়াত ১৭৩)

জবাব ঃ খেলাফত ও মুলুকিয়াত বইয়ের ১৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বক্তব্য নেই। সুতরাং মুফতী সাহেবের বক্তব্য সঠিক নহে। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্য, "সলফে সালেহীনের মধ্যে যদিও সাহাবীর সংজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্য ছিল কিন্তু যেকোন সংজ্ঞা অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁর

www.pathagar.com

কোন কোন ব্যক্তিগত কাজ হয়তো ভেবে দেখার বিষয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর খেদমত ও অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর মাগফিরাত ও পুরস্কার নিশ্চিত ব্যাপার।" (সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর মর্যাদা, পৃষ্ঠা ২১)

অভিযোগ ঃ জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ১১২ পৃষ্ঠায় বলেন, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) এর ন্যায় এত বড় বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও ইসলামের সীমা-সরহদ নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। (তরজমান, রবিঃ সানী ১৩৫৭ হিজরী)।

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। তরজমানুল কুরআন বরিঃ সানী ১৩৫৭ হিজরতে উল্লেখিত বক্তব্য নেই। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর সম্বন্ধে বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শ জীবন অনুসরণের নির্দেশ দেবার পর আল্লাহতায়ালা সাহবায়ে কিরামের কর্মনীতি মুসলমানদের সামনে আদর্শ নমুনা হিসাবে পেশ করেছেন, যাতে করে, ঈমানের মিথ্যা দাবীদারদের চরিত্র আর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কিরামের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।" (সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ)-এর মর্যাদা, পৃষ্ঠা ৭)

অভিযোগ ঃ জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ১১২ পৃষ্ঠায় বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) হুযুর পাক (সাঃ)-এর ব্যাপারে মনগড়া হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(তাফহিমাত ১ম খন্ড)

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের বক্তব্য সঠিক নহে। তাফহিমাত ১ম খন্ডের কোথাও উল্লেখিত বক্তব্য নেই।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তরজমানুল কুরআনের জনৈক পাঠক হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণিত একটি হাদীস-এর যথাথর্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। হাদীসটি নিবরূপ ঃ

হযরত আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত, রাসুলে করিম (সাঃ) রাত-দিনের মধ্যে একই সময়ে তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন এবং তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন এগারো জন (একটি বর্ণনা অনুসারে নয় জন ছিলেন)। হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তিনি কি এতটা

www.pathagar.com

শক্তি রাখতেন? তিনি বললেন ঃ আমরা তো বলতাম যে, তাঁকে ত্রিশ জন পুরুষের শক্তি দেয়া হয়েছিল।

এই হাদীসটি বুখারী শরীফের দু'জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত কিতাবুল গোসল। দ্বিতীয়ত কিতাবুল নিকাহ্। উভয় হাদীস একই উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো এই যে, কেউ যদি একাধিকবার স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে প্রত্যেক বার গোসল করা জরুরী নয়। বরং সকল বারের জন্য একবার গোসল করাই যথেষ্ট। নবী সহ-ধর্মীনীদের সংখ্যা নয় কি এগার এবং সবার সাথে সহবাস করার শক্তি রাখতেন কি না এটা শুধু প্রসংগক্রমে এসেছে।

হাদীসের শাব্দিক অর্থ হল 'চক্কর দেয়া', 'বেড়ানো', 'ঘুরে আসা' ইত্যাদি। এখানে বর্ণনাকারী শুধু এটুকুরই প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী যে, তিনি সবার কাছে গিয়েছেন। বর্ণনাকারী অনুমান করেছেন, সবার কাছে যেহেতু গিয়েছেন তখন সহবাসও করেছেন। তখন হযরত আনাস (রাঃ)-এর বয়স ছিল ১০ বছর। হুজুরের মৃত্যুকালে হযরত আনাস (রাঃ)-এর বয়স ছিল ২০ বছর।

সুতরাং তার বয়সের দিকে তাকালে এ ধরণের অনুমান করাটা আশ্চর্যের বিষয় নহে। স্ত্রীর সাথে একজন বয়স্ক লোকের সম্পর্ক যে শুধু সহবাসের সম্পর্ক হয় না এ কথাটি তিনি আন্দাজই করতে পারেন নাই। (নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খন্ড ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ২১৭-২২৪)

হাদীসের মূল উদ্দেশ্য সহবাস নহে বরং মূল উদ্দেশ্য হল একাধিকবার স্ত্রী সহবাস করার পর একবার গোসল করাই যথেষ্ট এ কথা বোঝানো। হাদীসখানা নাসায়ী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ এবং তিরমিজী শরীফে উল্লেখিত উদ্দশ্যে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা হযরত আনাস (রাঃ) মনগড়া হাদীস বর্ণনা করেছেন বুঝায়নি। সুতরাং উল্লেখিত বাক্যটি মুফতী সাহেবের নিজের, মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর নহে।

অভিযোগ ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ২১৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, " জনাব মওদূদী সাহেব বলেন যে, নবীয়ে করীম (সাঃ)-এর আদত আখলাককে সুন্নত বলা এবং উহা অনুসরণের ওপর জোর দেওয়া আমার মতে সাংঘাতিক ধরণের বিদআত ও মারাত্মক ধর্ম বিগড়ন। (রাসায়েল মাসায়েল ২৪৮ পৃষ্ঠা)

—৫

www.pathagar.com

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। রাসায়েল মাসায়েল কিতাবের ২৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বক্তব্য নেই।

অভিযোগ ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া-এর ২১৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, মওদূদী সাহেব তার লিখিত তানকিহাত এর ১৯৩ পৃষ্ঠায় বলেন, কুরআনের জন্য কোন তাফসির প্রয়োজন নেই; বরং একজন উচ্চস্তরের প্রফেসারই যথেষ্ট, যিনি গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করেছেন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে কোরআন অধ্যাপনার এবং তা বুঝার যোগ্যতা রাখেন।

জবাব ঃ উল্লেখিত বক্তব্য তানকিহাতের কোথাও নাই। সুতরাং মুফতী সাহেবের বক্তব্য সঠিক নহে।

মনগড়া তাফসীর সংক্রান্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ, জবাব ও মন্তব্য

অভিযোগ ঃ ১। সাত আসমানকে তিনি অস্বীকার করেছেন।

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের অভিযোগ সত্য নহে। সম্মানিত পাঠকদের বিবেচনার জন্য তাফহীমুল কুরআন ও অন্যান্য তাফসীর এর বিবরণ নিবে পেশ করা হলঃ

তাফহীমুল কুরআনের বক্তব্য ঃ সুরা আল বাকারার ২৯নং আয়াতের অনুবাদ ঃ "তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন। তারপর ওপরের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং সাত আকাশ বিন্যস্ত করলেন তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।"(তাফহীমুল কুরআন বাংলা ১ম খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা)

তাফসীরে আশ্রাফীর বক্তব্য ঃ তিনি আসমানের প্রতি মনসংযোগ করেন এবং উহাকে যথাযথভাবে সাত আসমানরূপে নির্মাণ করেন, তিনি ত সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (তাফসীরে আশ্রাফী ১ম খন্ড ৩০ পৃঃ সুরা বাকারা ২৯ আয়াত)

তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের বক্তব্য ঃ 'তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত, তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সববিষয়ে অবহিত। (মা'আরেফুল কুরআন ১ম খন্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা, সুরা আল-বাকারা ২৯নং আয়াত)

www.pathagar.com

"তিনি আল্লাহ যিনি আকাশ মন্ডলকে দৃশ্যমান নির্ভর ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। (তাফহীমুল কুরআন সুরা রাআদ ৬ষ্ঠ খন্ড ১৪০ পৃঃ, ২নং আয়াতের অংশ)

"তিনি আসমান সমূহকে স্তম্ভ ব্যতিরেকে উপরে স্থাপন করিয়াছেন।" (তাফসিরে আশ্‌রাফী, ৩য় খন্ড রাআদ ৪০ পৃঃ ২নং আয়াত)

"আল্লাহ যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত।" (মা'আরেফুল কোরআন ৫ম খন্ড সুরা রা-আদ ১৫০ পৃষ্ঠা)

তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করিয়াছেন। (তাফহীমুল কুরআন সুরা মুলক অষ্টাদশ খন্ড ৪ পৃঃ)

"যিনি সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সুসমঞ্জসভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন (তাফসীরে আশ্‌রাফী সুরা মুলক ৬ষ্ঠ খন্ড ২ পৃঃ)

তিনি সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। (মা'আরেফুল কোরআন অষ্টমখন্ড ৫১৬ পৃঃ সুরা মুলক)

তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (তাফসীরে তাবারী ১ম খন্ড ২৮০ পৃঃ সুরা বাকারা)

মন্তব্য ঃ পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় সাত আসমান সৃষ্টির কথা আছে। তাফসীরকারকগণ কোন জায়গায় আকাশ মন্ডল বলেছেন, কোন কোন জায়গায় সপ্ত আকাশ বলেছেন, কোন কোন জায়গায় সাত আসমান বলেছেন। আমি ৪টি তাফসীরের উদ্ধৃতি সংকলন করেছি যার মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন। তাফহীমুল কুরআনের সাতটি সুরায় সাত আসমান সমন্ধে আলোচনা হয়েছে, কোথাও সাত আসমান অস্বীকার করা হয়নি, অন্যান্য তাফসীরের চেয়ে ব্যতিক্রম কোন কথা তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়নি। সুতরাং সাত আসমান অস্বীকার করার আজগুবি কথাটি মুফতী মোবারক উল্লাহ সাহেবের আবিস্কার। একজন মুফতীর পক্ষে এটা মোটেই ঠিক হয়নি। বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সম্মানিত পাঠকদেরকে অনুরোধ করছি।

অভিযোগ ঃ ২। জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া-এর ২১৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, হযরত আদম (আঃ) কে ফেরেশতাগণ

www.pathagar.com

সিজদা করেছিলেন, তিনি সিজদার কথা অস্বীকার করেছেন। (তাফহীমুল কুরআন ১ম খন্ড)

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। সম্মানিত পাঠকদের বিবেচনার জন্য তাফহীমুল কুরআন ও অন্যান্য তাফসীরের বর্ণনা নিবে প্রদত্ত হল ঃ

তাফহীমুল কুরআনের আলোকে

সুরা আল বাকারার ৩৪নং আয়াতের অনুবাদ ঃ "আর যখন ফেরেশতাদের হুকুম দিলাম, আদমের সামনে নত হও তখন সবাই অবনত হলো, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল। সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠলো এবং নাফরমানদের অন্তর্ভুক্ত হলো। (তাফহীমুল কুরআন ১ম খন্ড ৬৫পৃঃ)। (এখানে অবনত হওয়াকে আরবীতে সেজদা করা বলা হয়েছে)।

"এবং আমি যখন ফেরেশতাদিগকে আদেশ করিলাম, তোমরা আদম (আঃ) এর সামনে সেজদায় পতিত হও, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদায় পতিত হইল। সে আদেশ অমান্য করিল ও অহংকারে গর্বিত হইল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। (তাফসীরে আশ্‌রাফী ১ম খন্ড ৪১ পৃষ্ঠা)। (এখানে সেজদার বাংলা অর্থ অবনত হওয়া)।

"এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ) কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেল। (তাফসীরে মা'য়ারেফুল কুরআন ১ম খন্ড ১৯৭ পৃঃ)। (এখানে সেজদা অর্থ অবনত হওয়া)।

যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল। (তাফসীরে তাবারী ১ম খন্ড ৩৩৩ পৃঃ)। (এখানে সিজদা অর্থ অবনত হওয়া)।

"এবং যখন ফেরেস্তাদেরকে আদেশ করলাম যে আদমকে সেজদা কর তখন সকল ফেরেশতা সেজদা করল কিন্তু শয়তান করল না। সে অহংকার করল এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল"। (তাফসীরে উসমানী উর্দু ৮ পৃঃ)। (এখানে সিজদা অর্থ অবনত হওয়া)।

www.pathagar.com

সেজদার ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হচ্ছে, পৃথিবী ও তার সাথে সম্পর্কিত মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্তরে যে পরিমাণ ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন তাদের সবাইকে মানুষের জন্য অনুগত ও বিজিত হয়ে যাবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

১। অনুগত হয়ে যাওয়ার লক্ষণ হিসেবে তার বাহ্যিক প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটাও সম্ভবপর। তবে এটাই বেশী সঠিক বলে মনে হয়। (তাফহীমুল কুরআন ১ম খন্ড ৬৬ পৃঃ)। (এখানে বাহ্যিক প্রকাশ অর্থ বাস্তব সেজদা)।

২। ফেরেস্তাগণ আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত ও সমধিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের দ্বারা সেজদা করাইয়া আদম (আঃ) কে সম্মানিত করা হইল। (তাফসীরে আশ্রাফী ১ম খন্ড ৪১ পৃঃ)। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ১ম খন্ডের ১৯৮ পৃঃ, তাফসীরে উসমানী (উর্দু) এর ৮ পৃষ্ঠায় এবং তাফসীরে তাবারী শরীফ ১ম খন্ডের ৩৪০ পৃষ্ঠায় অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্তব্য ঃ সিজদা আরবী শব্দ যার অর্থ নত বা অবনত হওয়া। উল্লেখিত ৫টি তাফসীরের ৪টিতে আরবী ভাষায় সিজদা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আর তাফহীমুল কুরআনে সিজদার বাংলা অর্থ করা হয়েছে। মূলত তাফসীরগুলোর মূল বক্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং মুফতী মোবারক উল্লাহ্ সাহেবের বক্তব্যটি তাফহীমুল কুরআনে খুঁজে পাওয়া গেল না।

অভিযোগ ঃ ৩। জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া এর ২১৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, তূর পাহাড় বনী ইসরাঈলের মাথার উপর তুলে ধরা পরিস্কারভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মওদুদী সাহেব তা অস্বীকার করেছেন। (তাফহিমুল কোরআন ১ম খন্ড)

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। সম্মানিত পাঠকদের নিকট প্রমাণস্বরূপ নিবে তাফহীমুল কুরআন ও অন্যান্য তাফসীরের বক্তব্য উল্লেখ করা হল ঃ

১। তারপর সেই অংগীকারের কথাটাও একবার স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের থেকে নিয়ে ছিলাম তূর পাহাড়কে তোমাদের উপর উঠিয়ে রেখে। (সুরা আল বাকারা ৯৩নং আয়াত তাফহীমুল কুরআন ১ম খন্ড ৯৯ পৃঃ)

www.pathagar.com

আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার লইয়া ছিলাম এবং তূর পর্বতটি তোমাদের উপর তুলিয়া ধরিয়া ছিলাম। (তাফসীরে আশ্‌রাফী ১ম খন্ড ১০৩ পৃঃ সুরা আল বাকারা ৯৩নং আয়াত)

আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উপর উঁচু করে ধরলাম। (মা'আরেফুল কোরআন ১ম খন্ড ২৯১ পৃঃ সুরা বাকারা ৯৩নং আয়াত) এবং যখন আমি তোমার নিকট থেকে অংগীকার নিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পাহাড়কে উঠালাম। (তাফসীরে উসমানী (উর্দু) ১৮ পৃঃ)

মন্তব্য ঃ সম্মানিত পাঠক, উল্লেখিত তাফসীর সমূহের মূল বক্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর মাথার উপর উঠানোর কথা সরাসরি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নাই। মাথার উপর উঠানো কথাটি মোফাচ্ছেরদের কথা।

অভিযোগ ঃ ৪। জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া-এর ২১৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর আসমানে উঠানোকে অস্বীকার করেছেন । (তাফহীমুল কুরআন ৫ম খন্ড)

জবাব ঃ মুফতী মোবারক উল্লাহ সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। তাফহীমুল কুরআনে হযরত ঈসা (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা পরিস্কার ভাষায় বলা হয়েছে এবং যারা ঈসার মৃত্যুর অর্থ বের করার চেষ্টা করে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। সম্মানিত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিবে তাফহীমুল কুরআন ও অন্যান্য তাফসীরের বক্তব্য পেশ করা হল ঃ

তাফহীমুল কুরআনের বক্তব্য

'যখন তিনি বলর্লেনঃ হে ঈসা! এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেবো এবং তোমাকে আমার নিজের দিকে উঠিয়ে নেবো। (সুরা আল ইমরান ৫৫নং আয়াতের অংশের অনুবাদ তাফহীমুল কুরআন-২য় খন্ড)

ব্যাখ্যা ঃ মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে ফিরিয়ে নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের জন্য লিখে দিলেন লাঞ্ছনার জীবন। তারা শূলে চড়াবার দৃশ্যের যে ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে ঈসা ছিল না, ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তার আগেই উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এ ধরণের বক্তব্য পেশ করার পর যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াত থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর অর্থ বের করার চেষ্টা করে সে আসলে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, আল্লাহ্ পরিস্কার ভাষায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন না, নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। (তাফহীমুল কুরআন সুরা আল ইমরান ৫৫নং আয়াত ৫১নং টিকা ৩৪ পৃষ্ঠা ২য় খন্ড)

হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উত্তোলনের ঘটনা তাফহীমুল কুরআনের ১৭ নং খন্ডের সূরা- আস্ সফ-এর ৮নং টিকা'র ১০৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে,"আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে চারজন ফেরেস্তা তাঁকে তুলিয়া লইয়া গেলেন।"

তাফসীরে আশরাফীর বক্তব্য

যখন আল্লাহ বলিলেন, হে ঈসা! নিশ্চয়, আমি তোমাকে মৃত্যুদান করিব এবং তোমাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইতেছি। (তাফসীরে আশ্‌রাফী ১ম খন্ড ৪০৪ পৃঃ সুরা আল ইমরানের ৫৫নং আয়াতের আংশিক অনুবাদ)

ব্যাখ্যা ঃ আর আল্লাহ তায়ালা ঐ কৌশল তখনই করিলেন) যখন (হযরত ঈসা (আঃ) গ্রেফতারের সময় পেরেশান ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তখন হযরত ঈসাকে) আল্লাহ (তায়ালা) বলিলেন, হে ঈসা! (কোন চিন্তা করিও না) নিশ্চয়, আমি তোমাকে (স্বীয় প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিকভাবে) মৃত্যু দান করিব। সুতরাং তোমার জন্য যখন স্বাভাবিক মৃত্যু নির্ধারিত রহিয়াছে, তখন এ কথা সুবিদিত যে, শত্রুদের হাতে শুলে জীবন দান হইতে তুমি সংরক্ষিত থাকিবে, এবং (উপস্থিত) তোমাকে নিজের (উর্ধ্ব জগতের) দিকে উঠাইয়া লইতেছি। (তাফসীরে আশ্‌রাফী ১ম খন্ড ৪০৪ পৃঃ, সুরা আল ইমরান ৫৫নং আয়াত)

তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের বক্তব্য

আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা, আমি তোমাকে নিয়ে নেব এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেবো।(তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ২য় খন্ড ৫৭ পৃঃ সুরা আল ইমরানের ৫৫নং আয়াতের আংশিক অনুবাদ)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ যখন তিনি (গ্রেফতারের সময় ঈসা [আঃ]-কে কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখে) বললেন ঃ হে ঈসা (চিন্তা করো না), নিশ্চয় আমি তোমাকে (প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায়) মৃত্যুদান করব (সুতরাং স্বাভবিক মৃত্যুই যখন তোমার বিধিলিপি, তখন নিশ্চিত শত্রুর হাতে শূলে নিহত হওয়া থেকে তুমি নিরাপদ থাকবে। আপাতত) আমি তোমাকে (উর্ধ্বলোকের দিকে) উঠিয়ে নেব। (মা'আরেফুল কোরআন ২য় খন্ড ৫৮ পৃঃ)

মন্তব্য ঃ উল্লেখিত তিনটি তাফসীরের মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন। তাফসীরে আশ্‌রাফী এবং মা'আরেফুল কোরআনে হযরত ঈসা (আঃ)-কে উঠানোর বিষয়টি যেভাবে লিখেছেন তাফহীমুল কুরআন তার চেয়ে পরিস্কার ভাষায় ঈসা (আঃ)-এর উত্তোলনের বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। একই বক্তব্যের কারণে তাফহীমুল কুরআনের লেখককে এককভাবে অযথা দোষারোপ করা মুফতী সাহেবের উচিত হয়নি। হযরত ঈসা (আঃ) কে দুনিয়ায় পূনঃপ্রেরণ সম্পর্কিত বর্ণনায় তাফহীমুল কুরআনের ১২শ খন্ড সূরা আল আহ্‌যাবের তাফসীরের ৭৭ নং টিকায় ১৩১-১৪৮ পৃষ্ঠায়- ২১টি হাদীসের উদ্ধৃতি সমেত মানচিত্রসহ সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। পাঠক প্রয়োজনে দেখে নিতে পারেন।

অভিযোগ ঃ বাতিল প্রতিরোধ কমিটি, জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর পক্ষ থেকে " জনাব মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামী পথভ্রষ্ট কেন?" লিফলেটে লেখা আছে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করার কারণে আল্লাহতায়ালা তাঁকে ক্ষমা প্রর্থনার নির্দেশ দেন। (তাফহিমুল কোরআন সূরা নাস্‌র)

জবাব ঃ সুরা নসর ৩নং আয়াতের অনুবাদ ঃ

১। "তখন স্বীয় প্রাতিপালকের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করুন, আর তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি অতিশয় তওবা কবুলকারী।(তাফসীরে আশ্‌রাফী ৬ষ্ঠ খন্ড ৬৪৮ পৃষ্ঠা সুরা নসর ৩নং আয়াত)

২। তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ৮ম খন্ড ৮৮৪ পৃষ্ঠা, সুরা নসর ৩নং আয়াত)

www.pathagar.com

৩। তখন তুমি তোমার রবের হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ পড়ো এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত চাও। অবশ্যি তিনি বড়ই তওবা কবুলকারী। (তাফহীমুল কুরআন ১৯ খন্ড ২৮৯ পৃষ্ঠা সুরা নসর ৩নং আয়াত)

তাফসীরে আশরাফী

ব্যাখ্যা (১) ঃ (হযরত রাসুল (সাঃ) কখনও কোন নাজায়েয কাজ করেন নাই। কিন্তু জায়েয কাজ গুলির মধ্যেও আবার উত্তম ও অনুত্তম কাজের শ্রেণীভেদ থাকে। ঘটনাচক্রে হযরতের দ্বারা কোন কোন সময় যে অনুত্তম জায়েয কাজ অনুষ্ঠিত হইত, সেই কাজগুলির জন্যই তাঁহার প্রতি তওবা করার আদেশ। সুরা মুহাম্মদের ১৯নং আয়াতের তাফসীরে বিষয়টি সবিশেষ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (তাফসীরে আশ্‌রাফী ৬ষ্ঠ খন্ড ৬৪৮ পৃষ্ঠা, সূরা নসর ৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন

ব্যাখ্যা (২) ঃ "অর্থাৎ জীবনে যে সব ছোট খাটো ব্যতিক্রমী আচরণ অনিচ্ছাকৃতভাবেও প্রকাশ পেয়েছে, সেইগুলো থেকেও ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তওবা কবুলকারী। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ৮ম খন্ড ৮৮৪ পৃষ্ঠা, সুরা নসর ৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

তাফহীমুল কুরআন

ব্যাখ্যা (৩) ঃ "অর্থাৎ তোমার রবের কাছে দোয়া কর। তিনি তোমাকে যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা করতে গিয়ে তোমার যে ভুল ত্রুটি হয়েছে তা যেন তিনি মাফ করে দেন। ইসলাম বান্দাকে এ আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়েছে। কোন মানুষের দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের যত বড় খেদমতই সম্পন্ন হোক না কেন, তাঁর পথে সে যতই ত্যাগ স্বীকার করুন না কেন এবং তাঁর ইবাদাত ও বন্দেগী করার ব্যাপারে যতই প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাক না কেন, তাঁর মনে কখনো এ ধরণের চিন্তা উদয় হওয়া উচিত নয় যে, তাঁর উপর তাঁর রবের যে হক ছিল তা সে পুরোপুরি আদায় করে দিয়েছে। বরং সবসময় তার মনে করা উচিত যে, তার হক আদায় করার ব্যাপারে যেসব দোষত্রুটি সে করেছে তা মাফ করে দিয়ে যেন তিনি তার এ নগণ্য খেদমত কবুল করেন নেন। এ আদব ও শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে। অথচ তাঁর চেয়ে বেশী আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনাকারী আর কোন মানুষের কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না।

www.pathagar.com

তাহলে এ ক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষের পক্ষে তার নিজের আমলকে বড় মনে করার অবকাশ কোথায় ? আল্লাহর যে অধিকার তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা সে আদায় করে দিয়েছে এ অহংকারে মত্ত হওয়ার কোন সুযোগ কি তার থাকে ? কোন সৃষ্টি আল্লাহর হক আদায় করতে সক্ষম হবে, এ ক্ষমতাই তার নাই। মহান আল্লাহর এ ফরমান মুসলমানদের এ শিক্ষা দিয়ে আসছে যে, নিজের কোন ইবাদত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও দ্বীনি খেদমতকে বড় জিনিস মনে না করে নিজের সমগ্র প্রাণশক্তি আল্লাহর পথে নিয়োজিত ও ব্যয় করার পরও আল্লাহর হক আদায় হয়নি বলে মনে করা উচিত। এভাবে যখনই তারা কোন বিজয় লাভে সমর্থ হবে তখনই এ বিজয়কে নিজেদের কোন কৃতিত্বের নয় বরং মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল মনে করবে। এ জন্য গর্ব ও অহংকারে মত্ত না হয়ে নিজেদের রবের সামনে দীনতার সাথে মাথা নত করে হামদ্, ছানা ও তাসবীহ্ পড়তে এবং তাওবা ও ইসতেগফার করতে থাকবে। (তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন ১৯ খন্ড, ২৯০ ও ২৯১ পৃষ্ঠা, সুরা নসর ৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

তাফসীরে আশরাফী

সুরা মুহাম্মদ (১) ঃ সুতরাং আপনি বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত আর কেহ এবাদতের যোগ্য নাই। আর আপনি নিজের ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকুন এবং সমস্ত মুসলমান পুরুষ এবং সমস্ত মুসলমান নারীর জন্যও ; আর আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্বন্ধে খুব অবহিত আছেন। (তাফসীরে আশ্রাফী ৬ষ্ঠ খন্ড সুরায়ে মুহাম্মদ ১৯নং আয়াত ৪৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা (১) ঃ সারকথা এই যে, যাবতীয় আদেশ ও নিষেধাবলী সর্বদা পালন কর) আর (যদি কদাচ কোন ক্রটি বিচ্যুতি হইয়া যায়, ফলে ধর্ম কর্মের পূর্ণতা ব্যাহত হয়; যদিচ আপনি নিষ্পাপ হওয়ার দরুণ আপনা কর্তৃক তেমন কোন ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটিলে তাহা ক্রটি বলিয়া গণ্য হইবে না; বরং মোবাহ্; কোন কোন সময় এক হিসাবে তাহা ইবাদত বলিয়া গণ্য হইবে এতদ্ভিন্ন যেহেতু তাহা আপনার এজতেহাদ দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং এবাদাত তো বটেই, সওয়াবের যোগ্যও বটে। কিন্তু যেহেতু উক্ত কার্যটিতে লিপ্ত হওয়ার দরুণ উহা অপেক্ষা উত্তম কার্যের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে; আপনার মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিলে উত্তম কার্য ত্যাগ করা

www.pathagar.com

আপনার পক্ষে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্রটিই বটে; কাজেই) আপনি নিজের (সেই বাহ্যিক) ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকুন এবং (যেহেতু ধর্মের পূর্ণতা হানিকর ইত্যাকার কার্য আপনার উম্মতগণের মধ্যেও কোন মুসলমান পুরুষ কিংবা মহিলা কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া সম্ভব, তাহা প্রকৃতপক্ষেও পাপকার্য হইতে পারে।

অতএব আপনি সমস্ত মুসলমান পুরুষ এবং সমস্ত মুসলমান নারীর জন্যও (ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকুন যেন আপনার মর্যাদানুযায়ী যাহা ধর্ম-কর্মের পূর্ণতা; এইরূপে আপনার উম্মতদের মর্যাদানুযায়ী যাহা তাহাদের ধর্ম-কর্মের পূর্ণতা; এই উভয় পূর্ণতায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কার্যগুলির সংশোধন হইতে থাকে। (তাফসীরে আশ্‌রাফী ৬ষ্ঠ খন্ড সুরা মুহাম্মদ ৪৭ ও ৪৮ পৃষ্ঠা, ১৯নং আয়াত)

মা'আরেফুল কুরআন

অনুবাদ (২) ঃ জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ক্রটির জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (তাফসীরে মা'য়ারেফুল কুরআন সূরা মুহাম্মদ ১৯ নং আয়াত)

ব্যাখ্যা (২) ঃ মোট কথা এই যে, সমস্ত বিধান সর্বক্ষণ পালন করুন। যদি কোন সময় ক্রটি হয়ে যায় তা আপনার নিষ্পাপতার কারণে গোনাহ নয়; বরং শুধু উত্তমকে বর্জন করার শামিল হবে। কিন্তু আপনার উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে দৃশ্যত ক্রটি। তাই আপনি এই বাহ্যিক ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সব মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্যও ক্ষমার দোয়া করতে থাকুন। পয়গাম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রসুলুল্লাহ্ থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গাম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থলবিশেষে ইজতেহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরীয়তের আইনে ইজতেহাদী ভুল, গোনাহ্ নয়; বরং এই ভুলেরও সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গাম্বরগণকে এই সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলকে (জানবুন) গোনাহ্ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন অষ্টম খন্ড সুরা মুহাম্মদ ১৯নং আয়াত ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

তাফহীমুল কুরআন

অনুবাদ (৩) ঃ হে নবী ! ভালভাবে জানিয়া লও আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদত পাইবার কেহই নাই। আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের অপরাধের জন্য এবং মোমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্যও। আল্লাহ্ তোমাদের তৎপরতাও জানেন এবং তোমাদের ঠিকানার সহিতও তিনি সুপরিচিত। (তাফহীমুল কুরআন সুরা মুহাম্মদ ১৯ আয়াত ২২ পৃষ্ঠা ১৫তম খন্ড)

ব্যাখ্যা (৩) ঃ এখানে নবী করিম (সাঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছেঃ 'হে নবী, তুমি তোমার গুনাহ-ত্রুটির মাফী চাও।' -এই কথার প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য এবং ইহার অর্থ এই নহে যে, নবী করীম (সাঃ) বুঝি বাস্তবিক-ই জানিয়া বুঝিয়াই কোন অপরাধ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য ক্ষমা চাহিতে বলা হইতেছে। না, তাহা নহে। ইহার নির্ভুল ও সঠিক তাৎপর্য এই যে, 'খোদার বান্দাদের মধ্যে যে বান্দা তাহার খোদার সর্বাধিক বন্দেগী পালনকারী তাহার এই পদও এমন ছিল না যে, তিনি নিজের কীর্তির জন্য এক বিন্দু অহংকারবোধ নিজের দিলে উম্মেষিত হইতে দিতে পারেন। বরং তাহার এই পদের মর্যাদা ইহাও যে, স্বীয় বড় ও বিরাট কীর্তিকলাপ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার খোদার নিকট নিজের অপরাধের কথা প্রতিনিয়ত স্বীকার করিতেই থাকিবেন। বস্তুত এইরূপ ভাবধারা রাসুলে করীম (সাঃ)-এর হৃদয় মনে সব সময়ই জাগরুক হইয়াছিল এবং এই কারণেই তিনি সব সময় খুব বেশী বেশী করিয়া ইস্তিগফার করিতে থাকিতেন। আবু দাউদ, নাসায়ী ও মসনাদে আহমদ এর বর্ণনায় নবী করীম (সাঃ) এর বাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ 'আমি প্রত্যেক দিন একশবার করিয়া খোদার নিকট মাগফিরাত কামনা করি।' (তাফহীমুল কুরআন পঞ্চদশ খন্ড সুরা মুহাম্মদ ১৯নং আয়াত ৩১নং টিকা ২২-২৪ পৃষ্ঠা)

মন্তব্য (১) ঃ সম্মানিত পাঠক, এখানে তিনটি তাফসীরের বক্তব্য উল্লেখ করা হল। সবগুলো তাফসীরের মূল বক্তব্য কিছুটা ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া এক ও অভিন্ন। যেমন ঃ তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে যে, "অর্থাৎ তোমার রবের কাছে দোয়া কর। তিনি তোমাকে যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা করতে গিয়ে তোমার যে ভুল ত্রুটি হয়েছে তা যেন তিনি মাফ করে দেন। (সুরা নসর তাফহীমুল কুরআন ১৯খন্ড ২৯০ পৃষ্ঠা)

মন্তব্য (২) ঃ সারকথা এই যে, যাবতীয় আদেশ ও নিষেধাবলী সর্বদা পালন করুন।) আর (যদি কদাচ কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হইয়া যায়, ফলে

www.pathagar.com

ধর্ম-কর্মের পূর্ণতা ব্যাহত হয়; আপনি নিজের বাহ্যিক ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। (তাফসীরে আশ্‌রাফী ৬ষ্ঠ খন্ড সুরা মুহাম্মদ ৪৭ ও ৪৮ পৃষ্ঠা)

মন্তব্য (৩) ঃ মোট কথা এই যে, সমস্ত বিধান সর্বক্ষণ পালন করুন। যদি কোন সময় ত্রুটি হয়ে যায় তা আপনার নিষ্পাপতার কারণে গোনাহ নয়, বরং শুধু উত্তমকে বর্জন করার শামিল হবে। কিন্তু আপনার উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে দৃশ্যত ত্রুটি। তাই আপনি এই বাহ্যিক ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ৮ম খন্ড সুরা মুহাম্মদ ১৯নং আয়াত ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠা)

(ক) এখানে তাফসীরে তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটির জন্য মাগফিরাত চাও।

(খ) তাফসীরে আশ্‌রাফীতে বলা হয়েছে, ধর্ম-কর্মের পূর্ণতা ব্যাহত হওয়ার কারণে বাহ্যিক ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

(গ) তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে, আপনি এই বাহ্যিক ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

মন্তব্য ঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল হিসেবে সব কাজ করতেন। মসজিদে ইমামতি করার সময় তিনি যেমন রাসুল ছিলেন, মদীনার রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কাজ করার সময়ও তিনি রাসুলই ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি রাসুল ছিলেন। অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতিসহ রাসলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোটা জীবনটাই রিসালতী জীবন। ফলে রাসুলের জীবনে অনিচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি সংগঠিত হয়ে থাকলে সে সময়েও তিনি রাসুলই ছিলেন। সুতরাং যারা রাসুল (সাঃ) এর জীবনকে দুনিয়াদারী এবং দ্বীনদারী জীবন হিসেবে দুইভাগ করতে চায় তাদের নিকট তাফহীমুল কুরআনের সুরা নসরের বিষয়টি আপত্তিজনক হতে পারে। বাস্তবে তাদের রাসুলের রেসালতের জীবনকে ভাগ করাটাই আপত্তিজনক।

অভিযোগ ঃ মোবারক উল্লাহ্ সাহেব ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া এর ২১৩ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, জনাব মওদুদী বলেনঃ দাঁড়ি কাটা-ছাটা জায়েজ। কেটে-ছেটে এক মুষ্টির কম হলেও ক্ষতি নেই। নবী করীম (সাঃ) যে পরিমাণ দাঁড়ি রেখেছেন, সে পরিমাণ দাঁড়ি রাখাকে সুন্নত বলা এবং উহার অনুসরণে জোর দেওয়া আমার মতে মারাত্মক অন্যায়। (রাসায়েল মাসায়েল ১ম খন্ড)

www.pathagar.com

জবাব ঃ মুফতী মোবারক উল্লাহ্ সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। সম্মানিত পাঠকদের বিবেচনার জন্য এ প্রসঙ্গে মওলানা মওদূদী (রহঃ) এবং হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ওলামাদের বক্তব্য নিচে প্রদত্ত হল ঃ

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্য ঃ দাড়ির ব্যাপারে নবী করিম (সাঃ) কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করেননি। শুধু এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, দাড়ি রাখতে হবে। ফাসিক লোকদের ফ্যাশন থেকে যদি আপনি দূরে থাকতে চান, তাহলে এতটুকু দাড়ি রাখুন যে, সমাজের সাধারণ পরিভাষায় তাকে দাড়ি রাখা বলে গণ্য করা যায়। (আপনার মুখে যেন এতটুকু দাড়ি না থাকে যা দেখে মনে করা হয় যে আপনি কয়েক দিন দাড়ি কামাননি।) তা হলেই শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য আপনার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে বলে ধরা হবে, চাই তা দ্বারা ফকীহ্দের দেয়া শর্ত পূরণ হউক কিংবা না হউক।

হযরত (সাঃ) সাধারণভাবে এ আদেশই দিয়েছেন যে, তোমরা দাড়ি বাড়াও এবং মোচ খাটো করো। এ আদেশ বাস্তবে পালন করতে গিয়ে বুদ্ধি বৃত্তিক গবেষণার আশ্রয় নিতে হয়েছে। গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে মতভেদের উদ্ভব হয়েছে। "দুররে মুখতার"-এর লেখকের এ কথা বলা যে, এক মুঠো পরিমাণ দাড়ি রাখায় 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর কম কারো নিকটই মুবাহ্ বলে সাব্যস্ত হয়নি, এটি এমন একটি দাবী যার প্রমাণ পাওয়া সত্যি বড় কঠিন।

আল্লামা আইনী (রহঃ)-এর বক্তব্য

আল্লামা আইনী (রহঃ)-এর লেখা কিতাব উমদাতুল ক্বারীর 'কিতাবুল লিবাস' 'বাবু তাক্লীমিল আযফার' এর মধ্যে তিনি দাড়ি লম্বা করা বিষয়ক হাসিদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম তাবারী (রহঃ) এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, "রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে এ কথার প্রমাণ আছে যে, (দাড়ি লম্বা করা সম্পর্কিত) হাদীসের অর্থ দাড়ি একেবারেই ছেড়ে দেয়া নয় বরং এর মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। দাড়ি স্বতঃস্ফূর্তভাবে লম্বা হতে দেয়া নিষিদ্ধ। বরং তাহাকে কাটছাঁট করে (সাইজমত) রাখা ওয়াজিব। অবশ্যি সলফে সালেহীন (পূর্ববর্তী নেক লোকদের) এর মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। কেউ বলেছেন, তার দৈর্ঘ্য এক মুঠো থেকে লম্বা হবে এবং প্রস্থ এমনভাবে যেন ছড়িয়ে না পড়ে যাতে দৃষ্টিকটু মনে হয়। অন্যান্য

www.pathagar.com

লোকেরা বলেছেন যে, দৈর্ঘ্য প্রস্থে ছাটবে কিন্তু খুব বেশী ছোট করবে না। তাঁরা এ ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারণ করেননি। অতঃপর তিনি আরো বলেছেন,

"আমার মতে এর অর্থ হল দাড়ি এ পর্যন্ত ছাটা জায়েয যে পর্যন্ত লোক সমাজের প্রচলিত রীতি বহির্ভূত না হয়।

সম্মানিত পাঠক, কাটছাঁট করে সাইজ মত রাখা ওয়াজিব এ কথাটি আল্লামা আইনী (রহঃ) তাবারী শরীফে আছে বলে উল্লেখ করেছেন। উমদাতুল ক্বারীর বক্তব্যের সাথে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বক্তব্যে তেমন কোন বড় ধরণের পার্থক্য নেই যদ্দরুণ তাঁর বিরোধিতার জন্য অভিযান চালাত হবে।

আল্লামা আইনী (রহঃ) হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি বলেন যে, দাড়ি এ পর্যন্ত ছাটা জায়েয যে পর্যন্ত লোকসমাজে প্রচলিত রীতি বহির্ভূত না হয়। নিরপেক্ষ.মন নিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, উমদাতুল ক্বারীর বক্তব্য এবং মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্যের মধ্যে মিল রয়েছে। অযথা তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে।

অভিযোগ ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া এর ২১৩ পৃষ্ঠায় লেখেন, জনাব মওদূদী সাহেব বলেনঃ পোষাক পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আকৃতি-প্রকৃতি, চুল কাটিং ইত্যাদির ব্যাপারে বিধর্মীদের অনুসরণ করাতে দোষ নাই। (তরজমানুল কুরআন সফর সংখ্যা ১৩৬৯ হিঃ)

জবাব ঃ উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নহে। তরজমানুল কুরআনে উল্লেখিত বক্তব্য নেই।

অভিযোগ ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ২১৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, নবীদের অনেক ভুল-ত্রুটি আবিস্কার করে বলেছেন, অমুক নবী দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেছেন, অমুক নবী কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি বিশ্ব নবীর তেইশ বছরের নবুয়তী কর্ম-জীবনে বহু ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলন ঘটেছে। (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক) (রাসায়েল, মাসায়েল, তাফহিমুল কুরআন) এ ধরনের হাজারো মনগড়া তাফসিরের নজীর বিদ্যমান রয়েছে।

জবাব ঃ মুফতী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য একান্তই মনগড়া। যার জবাব দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

www.pathagar.com

ভিত্তিহীন ফতোয়া

অভিযোগ ঃ জনাব মুফতী মোবারক উল্লাহ্ ফাতাওয়ায়ে জামিয়া ইউনুছিয়া কিতাবের ২১৪ পৃষ্ঠা থেকে ২১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'মওদূদী ও তার প্রতিষ্ঠিত জমাতে ইসলামী সম্পর্কে ফাতোয়া' শিরোনামে কয়েকজন আলেমের ফতোয়া উল্লেখ করেছেন।

জবাব ঃ উল্লেখিত আলেমগণ কেন ফতোয়া দিয়েছেন তার কোন কারণ উল্লেখ করেননি। ফতোয়ার স্বপক্ষে কুরআন এবং হাদিস থেকে কোন দলিলও উপস্থাপন করেননি। সুতরাং ফতোয়াগুলি যদি উনারা দিয়েই থাকেন তবে ধরে নেয়া যায় এগুলি তাঁদের মনগড়া কথা। আর মনগড়া কথা শরীয়তের কোন দলিল হয় না। আর যা শরীয়তের দলিল হয় না তার কোন গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

জনাব মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ মাওলানা মওদূদী (রহঃ) লিখিত উর্দু বইগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন যার বাংলা নাম পাশাপাশি লিখা হল ঃ

উর্দু নাম	বাংলা নাম
১. রাসায়েল ও মাসায়েল	রাসায়েল ও মাসায়েল
২. তরজমানুল কুরআন	মাসিক পত্রিকা
৩. দস্তুরে জামায়াতে ইসলামী	গঠনতন্ত্র জামায়াতে ইসলামী
৪. তাজদীদ ও হইইয়ায়ে দ্বীন	ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন
৫. আখলাকী বুনিয়াদ	নৈতিক ভিত্তি
৬. তাফহীমাত	নির্বাচিত রচনাবলী
৭. খেলাফত ও মুলূকিয়াত	খেলাফত ও রাজতন্ত্র
৮.খুৎবাত	ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা
৯. তানকিহাত	ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

www.pathagar.com